উৎসর্গ

চির-প্রীতি-ভাজন বঙ্গবাসীদিগের হস্তে
এই গ্রন্থ পরম সমাদরে
অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

অল্প কাল পূর্ব্বে আমরা কবির ডমরুধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি। বহুদূরসমানিত শঙ্খধ্বনিবৎ সেই ধ্বনি আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে জাগ্রত ও তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আনন্দ চন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়াছি। হেলেনা কাব্য বঙ্গ সাহিত্যের অতি মূল্যব সামগ্রী; হেলেনা কাব্যপ্রণেতা সাহিত্য সংসারে উপযু খ্যাতিই লাভ করিয়াছেন। এবার আমরা কবির বংশিধ্ব পাঠকদিগকে শুনাইব। বাঙ্গালির হৃদয় গীতের ভাণ্ডা: গীতি কবিতা বঙ্গকবির স্বাভাবিক স্বত্ব। অতএব যি এক বার সজোরে শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন, তিনিই আব সুমধুর বংশি ধ্বনি করিবেন বিচিত্র কি?

একবিংশতি বর্ষ বয়সে কবি মিত্রকাব্য নামক ক্ষু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতেই তাঁহার প্রগাঢ় কা শক্তির সুন্দর আভাস প্রকাশিত হয়। চারি বৎসর প আবার সেই মিত্রকাব্য নূতন মূর্ত্তিতে প্রচারিত হইতেছে বর্ত্তমান গ্রন্থে পূর্ব্ব পুস্তকের গুটি চারি কবিতা মাত্র আছে আর গুলি নূতন লিখিত। যাহাতে গ্রন্থ বিদ্যালয়ে ও অধী

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূচনা

থাকে গো কবিতেশ্বরি রেখো দাসে তব পদে,
ভরসা কেবল পদ বিপদ সুখ সম্পদে :
নাহি মাতঃ জ্ঞান বুদ্ধি, নাহি মাতঃ অন্তঃশুদ্ধি,
সম্বল কেবল তব দয়া মাত্র হে বরদে ;

কেহ যুগ যুগান্তর ধ্যানে মুগ্ধ রাঙা পদে,
কেহ পূজে মৃগমদে মাখাইয়া কোকনদে ;
নাহি মাত্র হেন শক্তি, দীন তবু হীনভক্তি,
পতঙ্গ পশিতে কভু পারে কি গো পুণ্যাম্বুদে ?

কি গাব মহত্ত্ব তব আমি ভ্রান্ত ভ্রান্তিমদে,
মক্ষিকা বুঝিবে কিসে কি শোভা নবনীরদে ?
প্রভাকর প্রভা মাতঃ ধরে কভু কি গোষ্পদে !

মিত্রকাব্য।

(প্রথম খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবির ইন্দ্রপ্রস্থদর্শন

নবীন বয়সে নব কবি এক জন,
ভারতের নানা স্থান করেন ভ্রমণ।
প্রশস্তললাট যুবা নয়ন উজ্জ্বল,
প্রতিভায় পরিপূর্ণ মুখশতদল,
নহে অতি কৃশ কিম্বা স্থূল কলেবর,
বয়স হইবে একবিংশতি বৎসর।
নিগূঢ় চিন্তায় রত কুঞ্চিত কপাল,
নক্ষত্র সমান স্থির নয়ন বিশাল;
যেন কোন সুর ধরে নরের আকৃতি,
মন দুঃখে ম্লান মুখে ভ্রমিছেন ক্ষিতি।

মানুষের কোলাহল অপ্রিয় তাঁহার ;
লোকালয় লোকসঙ্গ করি পরিহার,
প্রবাহিকাতীরে ধীরে পথিকের গতি।
নিবিড় কন্দর তলে প্রবাহ যেমতি,
নাহি জানে জীবসঙ্গ সমাজের বিধি,
মৃদুল তরঙ্গে রঙ্গে বহে দিবা নিশ,
আপনার ভাগাভাগী নাহি করে পরে,
প্রতিদান প্রার্থী নয় উপকার করে।
চিরদিন কবি চিত্ত বিজন-বিলাসী,
রত্নাসনে স্পৃহাহীন, বিপিননিবাসী।
কি ছার স্বজন বন্ধু কি ছার সংসার,
নিরন্তর ইন্দ্রজাল দুঃখের আগার,
স্বভাব নন্দনবন আনন্দের ধাম,
শান্তি বনদেবী যথা করেন বিশ্রাম।
প্রকৃতির প্রিয় ভূমি ভারত সুন্দর।
—প্রকৃতির পট বড় চিত্ত সুখকর—
শরতের প্রদোষের সুন্দর আকাশ,
স্বচ্ছ সরসীর বক্ষে পুষ্করবিকাশ,
নবীন নীরদমালা সুরাগে রঞ্জিত,
শ্যামল অচলচূড়া পরে বিরাজিত ;
কাল কাদম্বের কোলে বিজলীর হাস,
কামিনীকুন্তলে যেন মাণিকবিকাশ ;

নির্ঝরের নীর শুভ্র রজতের ধারা,
মণিশ্রেণী সম নীল আকাশের তারা,
তটিনীর দুই তটে বিটপিনিচয়,
প্রসূন চর্চ্চিত অঙ্গ শোভার আলয় ;
মঞ্জুল নিকুঞ্জে বনে কোকিলনিস্বন,
এ সকল ভারতের অঙ্গের ভূষণ।
স্বভাবের স্থল বনে ভ্রমি নিরন্তর,
পরিতৃপ্ত ভাবুকের মন মধুকর ;
কিন্তু সুজনের মনে কোথায় উল্লাস,
দেখে যদি স্বদেশের সৌভাগ্যের হ্রাস ?
ভারতের ভগ্ন দশা করি বিলোকন,
পথিকের চিত্ত শোক সিন্ধু নিমগন।
ভাবিলেন, " আহা। এই সোণার ভারত,
গুণ গানে মুগ্ধ যার সমস্ত জগত,
এক দিন ছিল দিব্য শোভার ভাণ্ডার,
নিদারুণ বিধি তাহা করেছে সংহার।
বিলুপ্ত মধুর হাসি লাবণ্য অপার,
অনাদরে অত্যাচারে অস্থি চর্ম্ম সার।
দাসত্ব দীনতা আর অজ্ঞানতা বিষ,
ভারতের দগ্ধ বক্ষ দহে অহর্নিশ।
পুণ্য ভূমি শূন্য এবে কৈবল্যের স্থল,
আমাদের ভাগ্যদোষে লাঞ্ছনা কেবল। "

" কি না ছিল এ ভারতে অতুল ভুবনে ?
স্মরণে শিহরে অঙ্গ শোক জ্বলে মনে।
তোমার মিল্‌টন কিবা ছাকেস্ত্র সুকবি,
চিত্রিয়াছে কাব্য রসে মনোহর ছবি :
সত্য, কিন্তু কবিচূড়া কবি কালিদাস,
ভূতলে করিলা সত্য স্বর্গের প্রকাশ।
কেবলি কি কবিতায় ভারতের নাম ?
পাণ্ডবের ধর্ম্মনিষ্ঠা সুধার সমান।
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত সদা ভারত সন্তান,
দৈবতত্ত্ব সংহিতায় অভ্রান্ত প্রমাণ।
পুরুষে পৌরুষ কোথা খুজে মিলা ভার,
ভারতের কণ্ঠভূষা নারীরত্নহার।
ধন্য সে সাবিত্রী, সীতা রঘুকুলবধু,
কামিনীকমলবনে সুবিমল মধু।
ধন্য সেই লীলাবতী যাঁর লীলা খেলা,
অনন্ত কালের স্রোতে অনশ্বর ভেলা। "
হায় হায় হায় কোথা এখন সে দিন!
ভারতের ভাগ্যসূর্য্য গুহাতে বিলীন।
সেই শুভ দিন হায় আর কিরে হবে;
তীক বলে ভারতের কলঙ্ক ঘুচিবে।
কোথা হে ভারতবাসি কোথায় এখন?
একি ঘোর তন্দ্রাবেশে সবে অচেতন।

ডুবিল কলঙ্ক পঙ্কে জননীর নাম!
আর্য্য শোণিতের অহো! এই পরিণাম!
হায় বিধি বল একি অবিধি তোমার
কণ্টক রাখিলে কেন কুসুমসংহার?
কোন্ পাপে ভারতেরে তব কোপদৃষ্টি,
পুণ্যক্ষেত্রে কেন হেন কলুষের সৃষ্টি?
ভারতের বক্ষ শূন্য কর ক্ষতি নাই।
কুপুত্র কুলের কালী মায়ের বালাই।
হয়েছে সরসী-শোভা মরাল-বিহার,
কি ফল শুনিয়ে আর মণ্ডূক চীৎকার?
নতুবা করহ আশু স্মৃতির সংহার,
পূর্ব্বকথা স্মরি নিত্য কাঁদিব না আর!
হা অদৃষ্টে জন্মভূমি যাও রসাতলে,
ডুবুক ভারতী নাম বিস্মৃতির জলে।"
ভ্রমিছেন দীনবেশে পুরুষ নবীন,
কোন স্থানে অবস্থান নাই দুই দিন;
নাই শ্রান্তিবোধ নাই জীবনের ভয়,
পর্য্যটনে যেন কত পুণ্যের উদয়;
মগধ মিথিলা বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল,
দ্রাবিড় তামিল মন্দ্র আর কত স্থল,
ভ্রমিলেন পদব্রজে সঙ্গী নয় কেহ;
সংসার শ্মশান সম কে করিবে স্নেহ!

শরতের শেষভাগে সন্ধ্যার সময়,
যমুনা পুলিনে এসে হলেন উদয় ;
সম্মুখেতে রাজপুরি দেখিলা সুন্দর,
শোভিত অবনীতলে অমরনগর ;
প্রমত্ত নগরবাসী আনন্দ উৎসবে,
পূর্ণিত গগন শুধু জনকলরবে।
ভাবিলেন মনে হেরি অপরূপ রূপ,
"এ জনমে কভু আর না দেখি এরূপ !"
চিন্তাকুল মনে যুবা আছেন দাঁড়ায়ে,
অমনি ললনা এক নিকটে আসিয়ে,
শুধাইলা মধুস্বরে "কি ভাব সুজন,
কি হেতু সুমতি এত চিন্তারত মন ?"
দেখে রমণীর মূর্ত্তি বালার্ক সমান,
সুরধনী বলে যুবা করি অনুমান,
বিনয়ে কহিলা, "দেবি ত্রিদিব বাসিনি,
জগতজনের চিত্তে বিনোদদায়িনি !
কহ মোরে ধরাতলে এই কোন্ স্থান,
নন্দন কানন হেন অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ?
এ পুরি প্রমত্ত আজি কোন্ মহোৎসবে,
ব্রজবাসী হাসে যেন পাইয়া কেশবে ?
কহ দেবি সুধামুখি কহ দয়া করে,
শুনিতে ও মুখে বড় বাসনা অন্তরে।"

হাসিয়া কহিলা বালা, "শোন দিয়ে মন,
সে বড় দুঃখের কথা ভাবুক স্বজন।"
"সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনাপুলিনে,
পরিণত এবে প্রায় বিজন বিপিনে;
কেবা চিনে তারতে সে নাম আকর্ণনে?
অক্ষয় রয়েছে যাহা ব্যাসের বর্ণনে?
কুরুকুলকলাধর পাণ্ডবপ্রধান,
এক দিন করেছিলা যারে পুণ্যস্থান;
শত্রুর সাক্ষাৎ মৃত্যু ক্ষত্রি-রাজগণ,
বহু দিন ছিল যার বক্ষের ভূষণ।
অবশেষে নিশি শেষে ক্ষীণ শশধর,
যেও ছিলা পৃথুরাজ ক্ষত্রি-কুল ধর।
যবন ঝটিকাযোগে তাহারো বিলয়,
সেই হতে ইন্দ্রপ্রস্থে কুরুকুলক্ষয়!
দেখ সেই কৌরবের রাজ নিকেতন;
অবনী উদরে লুপ্ত হয়েছে এখন!
যথা বসে ঋষিমুখে পরীক্ষিতসুত,
শুনিতা ব্যাসের গীত অমিয় সংযুত,
দিবসে এখন তথা শিবার সঙ্গম,
গরজে কেশরী সহ কাল ভুজঙ্গম!
সম্রাটের স্বর্ণসৌধ আঁধার শ্মশান,
কোথা পুন মরুভূমি ত্রিদিব সমান;

এই দিবা বিভাময়ী এই অন্ধকার,
কালের কুটিল গতি বোঝে সাধ্য কার!"
"যবন ভূপতিগণ বিপুল বিক্রমে,
লঙ্ঘিলা ক্ষত্রিয় রাজ্য বহু পরিশ্রমে;
সিংহাসন রাজছত্র করি অধিকার,
বন্দী করে হিন্দু লক্ষ করিলা সংহার;
বিনাশিলা কত রাজা কত সিংহাসন,
বহিল ভারতবনে ভীম প্রভঞ্জন!
ভাঙ্গিলা সে ইন্দ্রপ্রস্থ গঠন-রুচির,
ভূমিসাৎ করি শত সুন্দর মন্দির।
চিরন্তন এই রীতি চলেছে ধরায়,
সমভাবে ধন, বল থাকে না কোথায়।
অতি দর্পী বীরবর সহজে ভিখারী,
ভাগ্য ফলে ভিক্ষুকতনয় ছত্রধারী!
রূপসীর অভিমান যৌবনের গর্ব্ব,
বয়োবৃদ্ধি প্রদোষেতে আশু হয় খর্ব্ব!
বিভব বরষাস্রোত প্রাবৃটে প্রবল,
হেমন্তের অন্তে তাহা বিলুপ্ত সকল!
নিদাঘে সরসী যবে যায় শুকাইয়া,
কর্দমে বরাহ আসি বিঁধে তার হিয়া,
সময়ে সম্মান আর যশে ব্যাপ্ত ধরা,
অসময়ে রাজরাণী ফণী মণি হারা!

তাই ভেঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহনিকেতন,
গড়িলা যবন ভূপ নগরী নূতন!
গড়িলা প্রকাণ্ড পুরি দিল্লী নাম তার,
পাষাণ প্রাচীরে দৃঢ় ঘেরা চারি ধার।
রাজপথ মস্‌জিদ অট্টালিকা চয়,
বাদশাহী ক্ষমতার দিল পরিচয়।
এই সেই দিল্লী পুরি অতি চমৎকার,
এমর্ত্ত্যে অমরাবতী সম্মুখে তোমার।

নিশীথচিন্তন।

ঘোরতর অমানিশা, গভীর রজনী,
নীরবে শিয়রে বসে চিন্তা সহচরী;
দিকদশ একাকার, স্তম্ভিতা মেদিনী!
বসিলাম এ সময় শয্যা পরিহরি।

না বাজে কর্ম্মের ঢোল ভবহাটে আর,
নাহি উঠে হাস্য আর ক্রন্দনের ঢেউ;
সুষুপ্তি জীবের করে শ্রান্তির সংহার,
আমি ভিন্ন বুঝি আর নাহি জাগে কেউ!

কেন জাগি? স্বভাবের হেন বিপর্য্যয়,
কেন করি? আমিওতো মানব সন্তান;

সহস্র সহস্র নর যেই পথে রয়,
ভ্রান্তিবলে কেন তারে করি অভিমান?

কে বলে মানুষ এই দেহের অধীন?
কোথা থাকে দেহ আর কোথায় চেতন!
ভাবের সাগরে মন হইলে বিলীন;
পাসরি সংসার আরো পাসরি আপন!

কিছুর বিষয়ী যার দুঃখের কপাল।
(বাসনা বিষের ভরা আশার বিকার,
ধন, মান, যশ, সুখ শুধু ইন্দ্রজাল!)
দিবানিশি খেটে মরে ভূতের বেগার!

চলেছে দক্ষিণ মুখে অচলনন্দিনী,
কেবল শুনিতে পাই কল কল রব;
সাগরসঙ্গম আশে হয়ে পাগলিনী,
প্রস্তর বিটপি লতা ভাসাইয়া সব।

অনুরাগ অনিবার্য্য! অস্থির চঞ্চল,
লজ্জা ভয়ে সঙ্কুচিত কভু নাহি হয়;
বাধা বিঘ্ন ঘটে যত ততই প্রবল,
বাসনার তৃপ্তি ভিন্ন শান্তমাত্র নয়।

এইতো দক্ষিণ বায়ু বহিছে প্রবল,
আলু থালু নাচিতেছে নীরদার হিয়া;

বেলা ভূমে প্রহারিছে তরঙ্গ সকল,
হীনবল হয়ে শেষে যেতেছে ফিরিয়া।

এই রূপ প্রতিকূল অবস্থার ঝড়ে,
দুঃখীর অন্তরে উঠে রোদনের ঢেউ ;
অবিরত মর্ম্মস্থল প্রপীড়িত করে,
এইরূপ অন্ধকারে নাহি দেখে কেউ।

এইত সম্মুখে কাল অনন্ত আকাশ,
সমীরণ ভরে যেন মন্দ মন্দ দোলে ;
আমার নয়নে করে আশার প্রকাশ,
অনন্ত ! ভাবিয়া ভাসি আনন্দ হিল্লোলে।

একটী নক্ষত্র নাহি বিতরে কিরণ,
কেবল মেঘের কোলে সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু কত সূর্য্য কত গ্রহ অগণন,
আমার মানস নেত্রে এ সময়ে ভাসে।

কত সৌরজগৎ আবর্ত্তপথ গামী,
ঘুরিতেছে কালচক্রে রহিয়া রহিয়া ;
কতশত উপপ্লব দেখিতেছি আমি,
কত যুগযুগান্তর যেতেছে বহিয়া !

ঐত শোভিছে দূরে ভবিষ্যতন্ধার,
সামান্য নরের যাহে দৃষ্টিরোধ হয় ;

জীবের অদৃষ্টচক্র অন্তরে যাহার,
ঘুরিছে বিদ্যুতবেগে ক্ষণস্থির নয় !

ক্ষতজীব বহু ক্লেশে পরিধি বাহিয়া,
একবার উঠিতেছে, পড়ে আরবার ;
কেহ দাঁড়াইয়া আছে বাহু পসারিয়া,
নেমির আঘাতে ভাঙে মস্তক কাহার !

এই চক্রছিদ্র পথে অন্তিম নিবাস,
যেতে হবে, তথা আছে অনন্ত বিভব ;
দিব্য দৃষ্টিপথে যাহা কেবল বিকাশে,
আহা ! এই দিব্য চক্ষু দেবের দুর্লভ !

যে বলেছে সপ্ত স্বর্গ—কল্পনা অসার—
হয় নাই বুঝি সেই এই পথগামী ;
তিন লোকে তৃপ্ত সেই, স্থূল বুদ্ধি যার,
অনন্ত অনন্ত লোক দেখিতেছি আমি !

অসংখ্য অসংখ্য নর ঐ পথে যায়,
অল্পমাত্র কিন্তু তার হয় অগ্রসর ;
ভ্রম বশে কেহ শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কেহবা বসিয়া রচে কল্পনার ঘর !

কিন্তু যাঁরা বহুশ্রমে বহুদূর গত,
অবিরত তাঁহাদের সহাস্য বদন

চলেছেন বলীয়ান বিজয়ীর মত,
মাভৈ! মাভৈ! রবে কাঁপায়ে ভুবন!

নেপোলিয়ানের সিডনসমর যাত্রা।

ছাইল জার্ম্মাণ সেনা ফরাশিশ দেশ,
মুখে হাসা নাহি কার, চারিদিকে হাহাকার,
ফরাশির সৌভাগ্যের নাই আশালেশ;
কত শত বীরচূড়া হয়েছে নিশেষ!

সহস্র অশনিনাদে গরজে কামান,
দশদিক ধূম ময়, "জয় জার্ম্মেণীর জয়"
ঐ রব শুনে কাঁদে ফরাশির প্রাণ!
দুর্জ্জয় প্রসির সেনা প্রলয় সমান!

কত দুর্গ ভাঙ্গিয়া করিছে ধূলিসাৎ,
কতশত রণতরী, খণ্ড খণ্ড করে অরি,
শীলা বৃষ্টিসম ঘন করে গোলাপাত,
বহিছে ফরাশবনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত!

দিবা রাত্রি নাই ক্ষেম হইতেছে রণ,
শুধু শব্দ মার মার! স্ত্রীপুরুষ একাকার!
নদনদী বহে শুধু রক্তের প্লাবন;
জার্ম্মেণীর জয় রবে কম্পিত গগন!

পারিসের দুর্গমাঝে ফরাশিশপতি,
বেষ্টিত অমাত্য দলে, নয়নে কৃশানু জ্বলে,
হৃদয়ে শোণিত বহে বিদ্যুতের গতি;
পাষাণ প্রাপনে পড়ে মৃগেন্দ্র যেমতি।

অভিমানে বক্রগ্রীবা, কম্পিত অধর!
মুখে মাত্র নাই শব্দ, অনুচর সব স্তব্ধ,
কপালেতে স্বেদ ধারা বহে দর দর,
উৎপাতের পূর্ব্বে যেন আগ্নেয় ভূধর!

ধন্য বোনাপার্টি বংশ বীরত্বের খনি!
সেই বংশ অবতংস, নৃপকুলে রাজ হংস
দেব অংশে জন্ম, নিজে বীর চূড়ামণি,
শত্রুমুখে শুনিতে কি পারে জয়ধ্বনি?

দশনে দশনচাপি কহে বীরবর,
—চলহে ফরাশবাসি! জার্ম্মাণ কটক নাশি,
শত্রুর শোণিতে চল করিতে সাগর;
চল সবে ভাসি গিয়া তাহার উপর।—

—দেখরে চাহিয়া সবে একি অলক্ষণ!
লক্ষবীরধাত্রী যিনি, সে ফরাশ অনাথিনী!
জার্ম্মাণ কলঙ্ক তারে করে আচ্ছাদন!
শূন্যবুকে জন্মভূমি করিছে ক্রন্দন!—

—বীরশূন্য ফরাশি কি হয়েছে এমন ?
জীবনে যে গত আয়ু ! বহে নাকি প্রাণবায়ু !
এমন ফরাশী কিহে নাই একজন,
জার্ম্মাণ শোণিতে করে পদ প্রক্ষালন ?—

—ফরাশির নাম শুনে কাঁপিয়াছে যারা,
তৃণসম যে সকলে, দলিয়াছ পদতলে,
ফরাশের বক্ষে বসে স্পর্দ্ধা করে তারা ;
কোন্ পাপে গল বংশ বলবীর্য্য হারা !—

—সামান্য নরের হাতে দেশের দুর্গতি,
কেমনে সহিব বল ? ত্বরা করি চল চল,
"কাপুরুষ শৌর্য্যহীন ফরাশিশ জাতি।"
কেমনে শুনিব বল এ ঘোর অখ্যাতি ?—

—কোন ভয়ে ভীত, এত কিহেতু মলিন ?
ঐ যে কাঁদিছে দেশ, নাহি কেন দয়ালেশ ?
কোন্ পাপে ফরাশিশ মনুষ্যত্ব হীন ?
উঠ উঠ উঠ ওহে বালক প্রবীন !—

হতে পারে আমি দোষী ফ্রান্সের পুণ্যস্থান,
উদ্ধারিয়ে জন্মভূমে, ছাড়িওনা কোন ক্রমে,
দেশের চরণে মোরে করো বলিদান,
ফরাশেরে উদ্ধারহ ফরাশি সন্তান ?

—চল চল চল সবে যাই রণস্থলে ;
ফরাশের জয় রবে, জগত কম্পিত হবে,
জার্ম্মেণীর নাম লুপ্ত করি ধরাতলে ;
সিংহ সম পশি চল জার্ম্মেণীর দলে ।—

গর্জ্জিয়া উঠিলা যত ফরাশি সন্তান,
জয় জয় জয় রবে, চলিলা সমরে সবে,
মহাবল মহা বুদ্ধি বীর্য্যের আধান !
উঠিল হুঙ্কারধ্বনি প্রলয় সমান !

চতুরঙ্গ দলে সবে রণস্থলে ধায় ;
চিত্ত স্থির নহে কার, মুখে শব্দ মার মার !
দারা পুত্র বন্ধু মুখে ফিরে নাহি চায়,
দেশার্থে জীবন যাবে কোন্ ক্ষতি তায় ?

কাল ।

১

অনাদি অনন্ত তুমি ওহে কাল !
নাহি জান কিবা শৈশব জরা ;
নাহি তব ভেদ সকাল বিকাল,
সম বলে সদা শাসিছ ধরা ।
যখন বিধাতা কামনা সাগরে ;
বসিয়া রচিলা এ বিশ্ব সংসারে ।

তখনি আপন বাহু পসারিয়া,
করতলে তুমি ধরেছ তারে।

২

যদি কোন দিন সুন্দর সংসার,
অনন্ত আঁধারে হয় হে লীন;
না থাকে নদীর সলিল, অনল,
ঋতু, মাস, বার, রজনী, দিন;
হিমাদ্রি সমান অটল হইয়া,
তখনো যে তুমি থাকিবে বসিয়া,
সেই মহা ঘোর প্রলয় প্লাবনে,
মনের আনন্দে বেড়াবে ভাসিয়া।

৩

কোথা সে মান্ধাতা কোথা সেই রোম,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত, গৌড় ধাম ?
তোমার দলনে বিলুপ্ত সকলি,
ইতিহাসে শুধু রয়েছে নাম!
এখনো সে রবি বিতরে সে কর,
এখনো গগনে সেই সুধাকর,
তখনো যেমন এখনো তেমন,
এই ভাবে যাবে যুগ যুগান্তর।

৪

দৈব বলে বট তুমি মহাবলী,
স্বর্গ ক্ষিতি লয় তব কবলে;

অনন্তযৌবন তুমি অবিনাশী,
দুর্ভিক্ষ নাশিছ নশ্বর সঙ্গে;
সকলি চূর্ণিত তোমার প্রভাবে,
চির দিন নিজে আছ সমভাবে,
সংসার স্রোতে পড়ে যবে জীব,
তখনি তোমার রূপান্তর ভাবে।

৫

শৈশব সময়ে ছিলেম যখন,
সরল তরল চঞ্চল অতি;
বিষয়, তরসা, আশক্তি, বিরাগ,
প্রবৃত্তির পথে যায়-নি মতি;
ওহে কাল! তব মহাস্য বদন,
অবিরত আমি দেখেছি তখন;
নাহি ছিল ভয় ভাবনার লেশ,
আপনার ভাবে রয়েছি মগন।

৬

আবার যখন দুরন্ত যৌবন,
আইল ধরিয়া উম্মত্ত বেশ;
তার সনে আমি ঘুরিলাম কত,
দুরাশাছলনে, বঞ্চিত শেষ।
বাল্য সখা সম হাসিতেনা আর,
দেখিতেম শুধু ভ্রূকুটি তোমার,

যথা যাই তথা তুমি প্রতিকূল,
দুঃখের সাগর সমান সংসার !

৭

গিয়েছে সে দিন, এখন আমার,
মানস রমেনা সে সব রসে ;
নাই সেই বল, নাই সে ভরসা,
দেখিলে স্বপন মায়ার বশে ;
স্মরণের পটে কিন্তু হে যখন,
কলঙ্কের রেখা দেখি অগণন ;
উথলে হৃদয়ে শোক পারাবার,
অবিরল ধারা বরষে নয়ন !

৮

কত যে উদ্যান করেছ শ্মশান !
কত যে যতন হয়েছে বিফল ;
কত যে কোরকে পশিয়াছে কীট,
কত যে অমৃতে মিশেছে গরল !
ভাবি সেই দিন পাইলে আবার,
প্রাণ বিনিময়ে করি প্রতীকার ;
হারালে সুযোগ আর নাহি ফিরে,
এই যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম তোমার !

৯

ওহে কাল আগে জানিতেম যদি,
হেন শিক্ষা তুমি দাওহে নরে,

তাহলে কি হয় এই পরিণাম,
সুজন! তোমার উপেক্ষা করে!
নিজে মোহ মদে হয়ে বিহ্বল,
চেয়েছি তোমায় করি করতল,
তোমার শাসন করে অতিক্রম,
এ ভবে এমন আর আছে বল?

১৩.

আশা আছে কিন্তু এবে জীবনাশা।
অবিনাশী তুমি, আমিও তাই,
যদিও দেহের ভোগের অধীন,
এভবে তাহার বিলোপ নাই,
অপূর্ণ যে জীব সংশয়ই সেই,
ভুঞ্জিবে আপন কর্ম্মের ফল;
কিন্তু চিরদিন এ দুঃখ রবে না,
অনন্ত আমার ভরসাস্থল!

সুখস্থান।

১

শুধাইব কাকে, এই ধরাতলে,
কোথা সেই সুখস্থান?
যার তরে সদা, না বুঝিয়া কাঁদে,
শিশুর সরল প্রাণ!

যার মায়াবলে, আপনা পাসরি,
প্রবীণ নবীন হয়।
পলিত স্থবির, অস্থির শয়নে,
সংগ্রামে কাতর নয়!
যে নাম শুনিয়া, পাষাণের হিয়া,
স্নেহের সলিলে গলে;
অপাঙ্গে হেরিয়া, যাহার মূরতি,
ভাসি নয়নের জলে!

২

সেখানে সদ্ভাব, নবভাবে শোভে,
অভাবের নাহি লেশ;
নাই শোক, ক্ষোভ, সতত সুন্দর,
সৌজন্যের সমাবেশ:
গন্ধতরুরাজি, স্বর্ণলতাবলী,
সেখানে জনমে কত;
এমনি সুলভ, বাসনার ফলে,
সুখের সামগ্রী যত!
সেথা সরোবরে, ফোটে স্বর্ণকলি,
সৌরভে অম্বর ভরা;
জীবগণসহ, লাবণ্য ঢালিয়া,
অবিরত হাসে ধরা!
শুনি কবি কথা, নন্দন কানন,

বিমল বিনোদ-ধাম ;
কল্পনার ছবি ! কিম্বা মরুভূমি !
স্মরি বলে সেই নাম।

৩

কোথা সেই স্থান ? ধরার পশ্চিমে,
অপারসাগর কূলে ;
হবে কি সে দেশ ? সুশোভিত বাঙ্গা,
নব নব বাক্যফুলে ;
রবি, শশী, তারা, সিন্ধু, সমীরণ,
যার আজ্ঞাধীন রয় ;
বিজ্ঞানের জ্যোতি, করেছে যাহার,
ভূগর্ভ আলোকময় ;
জ্ঞান, মান, যশ, সকলি সঞ্চিত,
বিপুল ভাণ্ডারে যার ;
মূর্ত্তিমতী হয়ে, স্বাধীনতা যথা,
আনন্দে করে বিহার ;

৪

সেই কি সে স্থান, শান্তির সন্ততি,
দেবের দয়ীত ভূমি ?
কেন ভ্রান্ত নর, এই কথা আর,
অপরে জিজ্ঞাস তুমি ?
কর অন্বেষণ, আপনার অন্তরে,

পাইবে সন্ধান তার ;
নর যদি হও, অংশাই আছে,
সে চির চিত্তে তোমার ;
ঐ যে বিজয়ী, করে তরবার,
সদা আকাঙ্ক্ষার দাস ;
ঐ যে ভিক্ষুক, মুষ্টি আহরণে,
সদা যায় অভিলাষ ;
ঐ যে কৃষক, আপনার স্থলে,
আতপতাপিত প্রাণ ;
তুমি তাহা যাহা, সেও ভাবে তাহা,
আপনার সুখস্থান ;

৫

তোমারে এই, তব সুখস্থান,
যতনে রয়েছে যথা ;
—কোথা সুখস্থান—এই বলে সদা,
সে এসে কাঁদিবে তথা !
যে দেশে দিনেশ, কভু দুইবার,
বৎসরে না দেন দেখা ;
নাই ঋতুভেদ, অদৃশ্য যেখানে,
সুধাংশুর ক্ষীণ রেখা।
অনাবৃত দেহে, মৃগয়া সম্বলে,
সেখানে যে ফিরে বনে,

ঝরিবে না আর, নয়নের জল,
হাসিবে প্রফুল্লমনে।

আনন্দমোহনের প্রতি

(ময়মনসিংহের উক্তি)

বহু দিন পরে বাছা আলি ঘরে,
আয় এক বার দেখি প্রাণ ভরে,
তুইরে আমার,
এক অলঙ্কার,
তোরে ছেড়ে ভাসি দুঃখের সাগরে!

২

প্রাণপণে করে কত আরাধন
পাইয়াছি আমি তোমাহেন ধন,
নয়নের মণি,
তুইরে বাছনি,
তোমা বিনে সম জীবন মরণ,

৩

বাঙ্গালির ছেলে, এ কাঁচা বয়সে,
গিয়ে ছিলি বাছা হেন দূর দেশে;

অকূল সাগর,
মকর হাঙ্গর,
সদা করে কেলি যাহার উরসে,

৪

এহেন সাগরে ভাসিলি যখন,
সন্তানে পাঠাতে শ্রীমন্তে যেমন,
খুল্লনার প্রায়,
অভাগিনী হায়,
দিবা বিভাবরী করেছি রোদন !

৫

কি আর কহিব, না দেখে তোমায়,
শুকায়েছে এ বক্ষপঞ্জর হায় !
গতি শক্তি নেই ;
যা দেখিছ এই,
শুধু অভাগীর নয়নধারায় ।।

৬

আয় যাদুমণি, আয় করি কোলে ;
ডাক একবার 'জন্ম ভূমি' বলে ;
মরমের কালী,
ঘুচিবে সকলি,
তোমার জননী লোকে যদি বলে ।

৭

সাহেবী সভ্যতা, তাই তার মুখে !
করে অনাথিনী কাঁটা দেয় সুখে ;
সোণার সংসার,
করে ছারখার,
ছুরি দেয় আহা ! মা বাপের বুকে !

৮

" যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাক্ষস "
এই কথা ভেবে হয়েছি অবশ ;
পাছেরে বাছনি,
হয়ে যাও তুমি,
দুরন্ত নিষ্ঠুর সাহেবির বশ।

৯

সোণার প্রতিমা বউমা আমার,
কি জানি কপালে ঘটে উঠে তাঁর ;
ভেবে এই কথা,
মরমের ব্যথা,
দ্বিগুণ বেড়েছে বাছারে আমার !

১০

কত যে পাদরি পেতে আছে ফাঁদ,
হাতে দেয় পেড়ে আকাশের চাঁদ ;

কোন্ মন্ত্র বলে,
কিম্বা কি কৌশলে,
আমার কপালে ঘটায় প্রমাদ !

১১

কত যে যতন কত আরাধন,
করিয়া পেয়েছি যে অমূল্য ধন,
কপালের দোষে,
অভাগিনী শেষে,
জর্ডানের জলে দেই বিসর্জ্জন !!

১২

এত দিন পরে বাছারে আমার,
গিয়েছে যে সব ভাবনার ভার,
আর করি কোলে,
ডাক মা মা বলে,
শত্রু মুখে ছাই পড়ুক এবার

১৩

এস পুত্র সত্ত এস এক বার,
ঘরে এস দেখ "আনন্দ" আমার
এই বার যেয়ে,
ধরে আন ধেয়ে,
প্রাণ সখে মিলে গলে করি হার

১৪

সবে মিলে আসি আলিঙ্গন কর,
দুই হাত তুলি পুষ্পবৃষ্টি কর ;
স্বভাবের শিশু,
স্বর্গের পুতলি,
"আনন্দ" আমার বিলাস সাগর।

১৫

এস যত বন্যা, ত্বরা করি আন,
চন্দন, পল্লব, দুর্ব্বা আর ধান ;
দাও হুলু ধ্বনি,
প্রাণ ভরে শুনি,
উৎসব মঙ্গল সবে কর গান।

১৬

আয়রে আনন্দ, আয় করি কোলে,
ও চন্দ্র-বদনে ডাক মা মা বলে ;
জনম আমার,
সফল এবার,
যশের প্রদীপ তুই মোর ছেলে।

১৭

অসভ্য বলিয়া কভু গুণমণি,
অতঃপর যদি কেউ ডাকে শুনি,

উচ করি মাথা,
কর এই কথা,
জান নাকি, আমি কাহার জননী ?

১৮

বেঁচে থাক যদি বাছারে আমার,
মা বলিয়া মনে থাকিবে তোমার ;
সুপুত্র যে হয়,
কভু সে ত নয়,
আত্ম সুখে রত দুষ্ট কুলাঙ্গার !

১৯

তোমার সুরবে ব্যাপ্ত আজ দেশ,
আঁধার ভারতে তুষিবে দিনেশ ;
অমর হইয়া,
থাকরে বাঁচিয়া,
ধন্য বঙ্গ ভূমি ! জয় পরমেশ ! (১)

সর্ব্ববাদীসম্মত স্তোত্র।

এক দেব অবিনাশি ! জগৎ জ্যোতির্ম্ময়,
সর্ব্বস্থল পূর্ণ করে স্থিতি হে তোমার;

---

(১) ১৮৮৫ সালের আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষের প্রথম রাঙ্গলার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু ময়মনসিংহে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয়, এই কবিতাটী সেই সভায় পঠিত হইয়াছিল।

সকল গতির গতি তোমা হতে হয় ;
অনন্ত কালের স্রোতে নিত্য একাকার।
একই ঈশ্বর তুমি প্রভাব অপার,
সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, কে পারে অন্তরে,
ধারণা করিতে তোমা ? সাধ্য আছে কার,
তোমার সকল তত্ত্ব পারে জানিবারে!
প্রতিক্ষণ করিতেছ সবার পালন,
আলিঙ্গন করে আছ সকল সংসার,
সকলের পরে বটে তোমারি শাসন ;
ঈশ্বর তোমার নাম—নাহি জানি আর!

২

সুগভীর সাগরের হয় পরিমাণ ;
বালুরাশি দিবাকর-করপরিকরে,
গণুক বিজ্ঞান করি প্রগাঢ় সন্ধান ;
তব পরিমাণ কিছু নাই হে সংসারে!
আলোকিত বটে প্রভো আলোকে তোমার
মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান, সক্ষম সে নয়
প্রকাশিতে তব জ্ঞানকৌশল অপার ;
অনন্ত অনন্ত তাহা অন্ধকার ময়!
অলৌকিক ভাব তব বুঝিব কেমনে,
কিসাধ্য চিন্তার যায় তব সন্নিধানে?

অনন্ত কালেতে যথা মুহূর্ত্তের লয়,
ধাইতে ধাইতে চিন্তা সব পায় ক্ষয়!

৩

নাছিল এ সব কিছু করেছ আহ্বান,
প্রথমে আকাশ, শেষে অস্তিত্ব সবার;
অনন্ত কালের ছিলে আপনি আশ্রয়,
যত কিছু উৎপত্তি, তুমি মূল তার;
জনম জীবন সুখ যত কিছু আর,
(সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জ্যোতি সকলি তোমার।
কথায় করিলে শক্তি, করিছ এখন;
তোমার প্রভাবে পূর্ণ সকল ভুবন,
(স্বর্গীয় কিরণে মাখা) মহান ঈশ্বর,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে নিরন্তর,
গৌরব আলয় তুমি জীবনপালক;
তুমিই জীবনদাতা বিশ্বের শাসক।

৪

হে বিভো এ অনন্ত বিশ্বের চারি ধার,
তোমারি, সকল স্থলে তব অধিকার;
তুমিই এবিশ্বধাম করেছ ধারণ,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে সবে দিতেছ জীবন;
আরম্ভ অন্তেতে তুমি করেছ বন্ধন,
কি সুন্দর মিশায়েছ জীবন মরণ।

জ্বলন্ত অনল হতে স্ফুলিঙ্গের মত,
তোমা হতে জন্মিয়াছে এই সূর্য্য যত;
শুভ্র তুষারের অঙ্গে জ্যোতিখণ্ড যথা,
ঝলসে উজ্জ্বলতর ভানুর কিরণে;
স্বর্গে তব সৈন্যদল সুসজ্জিত তথা,
পুলকে ঝলকে তব গুণানুকীর্ত্তনে!

৫

অনন্ত নীলিমাময় অন্তরীক্ষতলে,
জ্বালিয়াছ দীপ কত গণিতে না পারি!
অবিশ্রান্ত ভ্রমিতেছে কোন শক্তি বলে,
পালিছে আদেশ তব, তব আজ্ঞাকারী।[২]
সুখে যদি বাক্ হয়ে কথা যেন কয়,
নির্ম্মল আলোক পুঞ্জ বটে কি ও সব?
গণিতে কাঞ্চন পারা কিম্বা প্রভাময়?
* * * *
অথবা প্রত্যেক সূর্য্য কিহে ও সকল,
কিরণে করিছে শত জগত উজ্জ্বল?
যাহোক নিশির কাছে সুধাংশু যেমন,
তা সবার কাছে তুমি আপনি তেমন!

৬

শত শত জলবিন্দু সাগরে যেমন,
এ সব ঐশ্বর্য্য লুপ্ত তোমাতে তেমন;

সহস্র জগত যদি একত্রিত হয়,
তব তুলনায় কিন্তু গণনীয় নয়;
কোন ছার আমি, স্বর্গে আছে সুসজ্জিত,
অনন্ত দেবতা জ্ঞানগৌরবে পূজিত;
তব মাহাত্ম্যের সঙ্গে করি পরিমাণ,
পরমাণু প্রায় সবে করি অনুমান;
নহে কিছু অনন্তের কাছে শূন্য বই,
কোন্ ছার আমি। আমি কিছু মাত্র নই।

৭

ঐশিক প্রভাব তব ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তুচ্ছ আমি, পরশিছে আমারো অন্তর!
ভানুকরে শিশির যেমতি জ্যোতির্ম্ময়,
মম প্রাণে প্রাণ রূপে রয়েছ ভাস্বর;
তুচ্ছ, কিন্তু বেঁচে আছি; আশাপক্ষ ভরে,
ব্যগ্র হয়ে উড়ে যাই তব সন্নিধানে;
তোমাতে জীবিত, থাকি তোমার অন্তরে,
তুচ্ছ তবু চাই তব, সিংহাসন পানে!
আমি আছি! তাই বলি হে প্রভো ঈশ্বর,
তুমি আছ, কি সংশয় আছে অতঃপর।

৮

তুমি আছ সকলের হইয়া চালক,
চালাও তোমার দিকে বুদ্ধিরে আমার;

আত্মাকে শাসন কর হয়ে সুশাসক;
ভ্রান্ত এ হৃদয়, পথ দেখাও তাহার।
অনেকের মধ্যে আমি এক ভিন্ন নই,
স্বহস্তে আমায় কিন্তু করেছ গঠন;
পৃথিবী স্বর্গের আমি মধ্য স্থলে রই,
সকল নরের শ্রেষ্ঠ। যথা দেবগণ
জন্মেন, যে দেশে গিয়ে আত্মা করে স্থিতি,
সে দেশের সীমাস্থলে আমার বসতি।

৯

প্রাণীজগতের শেষ আমাতেই হয়,
ভৌতিক কায়ের পর্য্য। অতঃপর নাই;
মম পরে শ্রেষ্ঠ-দেব তুমি হে চিন্ময়।
ধূলিকণা হয়ে আমি বিদ্যুতে চালাই।
রাজা আমি—ক্ষুদ্র আমি—কিন্তু এক প্রাণী,
কীট হয়ে পুনরপি দেবতা সমান;
অদ্ভুত কল্পনা! তব আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ!
কি করিয়ে কোথা হতে আইনু না জানি।
কিন্তু এই মৃতপিণ্ড স্বয়ম্ভব নয়,
দৈবশক্তিবলে ইহা জীবিত নিশ্চয়।

১০

তব জ্ঞানে তব বাক্যে সৃষ্টি হে আমার,
জীবনের উৎস তুমি মঙ্গলআলয়;

আত্মা রূপে অবস্থিত আমার আত্মায়,
তুমি প্রভু তুমি স্রষ্টা তুমি সমুদয়;
তব জ্যোতি তব প্রেম উজ্জ্বল অপার!
পূর্ণ করিয়াছে মোরে তব গুণগানে;
অতিক্রম করে যাব মৃত্যু অধিকার,
সাজিব অনন্তদিব্য সুন্দর বসনে।
উড়ে যাব স্বর্গ পথে ছাড়িয়া সংসার,
তব পানে, তুমি স্রষ্টা তুমি মূলাধার। (২)

১১

হায় রে সুখের চিন্তা স্বপ্ন সুখময়!
তোমার যে ভাব প্রভো ধ্যায়াই অন্তরে,
অতি তুচ্ছ! পূর্ণ হয়ে আমার হৃদয়
তব ছায়া মাত্রে, তোমা প্রণিপাত করে।
ক্ষুদ্র হয়ে এই রূপে চিন্তা হে আমার,
ধায় তব সন্নিধানে হে প্রভো ঈশ্বর;
নিরখি তোমার কার্য্য অসীম অপার,
জ্ঞানী হয়ে সাধু হয়ে করে অতঃপর,
তোমার অর্চ্চনা আর তোমার সম্মান,

(২) কোন ইংরেজ বিদুষী ইংরেজীতে এই স্তোত্রটী লিখিয়া অধ্যাপক লিবিংষ্টোন সাহেবের নিকট পাঠান। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে ইহা ভাষান্তরিত হইয়াছে। স্তোত্রটী তিন আপাস ও তুর-কীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। এটী ইংরেজী পদ্যের অবিকল অনুবাদ।

হতবুদ্ধি হয়ে করে তব গুণগান ;
বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে ম্লান যখন,
কৃতজ্ঞ অন্তর করে অশ্রু বরষণ।

গীত।

প্রভাত সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

নিশি অবসান হল, জাগরে ভারতবাসি,
গাওরে ভারত যশঃ কররে মঙ্গলধ্বনি।
চারিদিকে মহোৎসব, শোন নাকি কলরব,
গায়িছে মঙ্গলগীত সুরধামে সুরধনী॥
সব দুঃখ হল লীন, আসিয়াছে শুভ দিন,
অচিরে ভারতবাসী, ভাসিবে সুখের নীরে ;
দেখরে নয়ন ভরে, স্বর্ণসিংহাসন পরে,
অন্নপূর্ণারূপে মাতা, বসিবে ভারতরাণী॥
কিসে আর দুঃখ কার, খুলেছে স্বর্গের দ্বার,
সুধার সৌরভে আহা পূর্ণ হয়েছে মেদিনী ;
বল জয় জগদীশ, ব্যাপ্ত বিশ্ব দশ দিশ,
ভারতের জয় হবে, পথিক বলে কর শুনি॥ ১

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

কেনরে বিলম্ব মন, মধ্যাহ্ন গগনে রবি,
চেয়ে দেখ ধরিতেছে প্রতপ্ত অনলছবি।
দুই দণ্ড চলে যাবে, সকাল বিকাল হবে,
সময়ে সত্বর হয়ে যা কর্‌বার তা করে লবি॥
রজনী প্রভাত হলে, কত বাল্য খেলা খেলে,
এত যে হয়েছে বেলা তবু খেলায় ভুলে রবি॥
কেনরে ভাবনা আর, আলস্য ঔদাস্য ছাড়,
দিবাগতে সন্ধ্যা শেষে ঘুমে অচেতন হবি॥
এ কিরে বিষম ভ্রম, পণ্ডিত বলে কর শ্রম,
সুখ শয্যায় শুয়ে কিরে অনায়াসে স্বর্গ পাবি॥ ২

সন্ধ্যাসঙ্গীত।

ঐ সুর।—ঐ তাল।

কেন গো প্রকৃতি সতি, প্রফুল্লবদন কাল,
মুদিলে কমলআঁখি নিরখি লাগে না ভাল।
পরেছ তিমিরবাস, সুদীর্ঘ বহিছে শ্বাস,
ঝরিতেছে অবিরল নীহার নয়নজল॥
নিস্তব্ধ নীরব হয়ে, সিঁদুর কুসুম লয়ে,
সাজায়েছ কেন বল সুন্দর গগণ থাল॥

একি দেখি অসম্ভব, বিপরীত ভাব তব,
এই কান্না এই হাসি ভুবন করেছে আলো ॥
বুঝেছি বুঝেছি যালে, কি সকাল কি বিকালে,
পথিক বলে ধ্যানে মুগ্ধ হয়ে আছ চিরকাল ॥ ৩

নিশীথ সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

মহামোহ নিদ্রাবশে, হয়ে আছ অচেতন;
কেবল কল্পনাবলে দেখিছ সুখস্বপন।
ভাই বন্ধু সুত দারা, মায়ার পুতলি যারা,
জাগ্রতে পালাবে তারা, ছেড়ে প্রেমআলাপন ॥
সংসারের যত আশা, সংসারের ভালবাসা,
সকলি অনিত্য কিন্তু তুমি সত্য ভাব মন;
ভ্রান্তি মদে হয়ে মত্ত, না জান যথার্থ তত্ত্ব,
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে কর কর দরশন ॥
হয়ে আছ হারা দিশা, ফুরাইল আয়ু নিশা,
ঐ শোন ডাকিতেছে জয়া বিহঙ্গিনীগণ;
বিবেক প্রহরী ছিল, সেও দূরে চলে গেল,
হরিছে সর্ব্বস্ব তোমার কাম ক্রোধ রিপুগণ ॥ ৪

আশার সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর।

মন তোর এত ভাবনা কিরে।

যদি অভয় পদে প্রাণ সঁপেছিস্, ভয় কি ভব সিন্ধু-নীরে ॥

খুলে দে মন জীবনতরী, কূলের দিকে চাইস্‌নে ফিরে; বলে বীজমন্ত্র ব্রহ্মবাণী বেয়ে যারে ধীরে ধীরে ॥

যখন না দেখিস্ মন কূল কিনারা তরঙ্গ তুফানে পড়ে; বলিস্ "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে" আর কিছু তুই ভাবিস্ নারে ॥

বাধা বিঘ্ন ছুটে যাবে মন, দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে; যদি ইচ্ছা থাকে, উপায় হবে, দোষ সামর্থ্যে উঠবি তীরে ॥

আর এক কথা শোনরে ও মন, পথিক বলে মাথার কিরে; তুই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তত্ত্ব কথা ভুলিস্ নারে ॥ ৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারত মঙ্গল।

(বসন্তে স্বপ্ন)

বাজায়ে মোহন বীণা দেব তপোধন,
আনন্দে অমরাবতী করিলা গমন ;
বামে শচী সোহাগিনী,—শশী সঙ্গে সৌদামিনী,—
যথা শোভে সুরপতি সহ সুরগণ ;
—অতুল বাসবসভা, ভুবনস্বপন !—

২

দেবর্ষি কহিলা গিয়া ত্রিদশের দলে,
" উৎসব আমোদে আজ মজহ সকলে,
হাস্য মুখে দেবমাতা,— কহিলেন এ বারতা—
(ধোয়াও অমরাবতী মন্দাকিনীজলে)
ভারত হবেন রাণী অবনীমণ্ডলে।"

৩

উঠিল অমরবাদ্য অমরনগরে,
শোভিল অমরপুরি পারিজাতথরে ;
দেবর্ষি বাজান বীণা ; তাধিয়া তাধিয়া ধিনা,

মুরজ মন্দিরা বাজে বিদ্যাধরীকরে ;
পূরিল সকল বিশ্ব সঙ্গীতের স্বরে।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত এক বার গাওরে ;
আন শিঙ্গা তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত এক বার গাওরে।

৪

কি শুনি কি শুনি ঐ আনন্দের ধুম !
মরু ভূমে ফুটিল কি অকাল কুসুম !
এ কিরে জননী এসে, দেখা দিলা হেসে হেসে,
রাজরাণী বেশে আহা উজলিয়া ভুম,
জাগরে ভারতবাসি তাজ ঘোর ঘুম।

৫

ধরণী ধরেছে কিবা আনন্দমুরতি।
বিমল অম্বরকোলে খেলে দিনপতি,
ভ্রমর কোকিল গায়, শুনে প্রাণ উড়ে যায়,
মৃদুল তরঙ্গরঙ্গে বহে মৃদুগতি,
উঠরে উঠরে ভাই ভারতসন্ততি।

৬

আনন্দে মায়েরে লয়ে চল সবে যাই হে,
হিমাদ্রির হেমকুটে যতনে বসাই হে ;

সিন্ধু আর ভাগীরথী, গোদাবরী সরস্বতী,
নর্ম্মদা কাবেরী জলে কস্তুরী মিশাই হে,
ভারত কলঙ্ক যত তাহাতে ধোয়াই হে।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণ ভরে গাওরে,
আন শিঙ্গা তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে।
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাওরে।

৭

কাশী কাঞ্চি নবদ্বীপ সব পরিহরি,
এস যত আর্য্য সুত এস ত্বরা করি,
সবে মিলে এক তানে, মত্ত হও বেদগানে,
শুভক্ষণে ভারতেরে অভিষেক করি,
এস যত আর্য্যসুত এস ত্বরা করি।

৮

কোথা মহারাষ্ট্র কোথা সিন্ধু রাজস্থান,
বীর বেশে বীর বৃন্দ করহ প্রস্থান;
এস যত বীর বালা, যতনে গাঁথহ মালা,
জাতি জুতি মল্লিকায়—মধুর আঘ্রাণ—
ভারতের কণ্ঠে আসি করহ প্রদান।

৯

দাসত্ব ছাড়িয়া এস বঙ্গবাসী যত,
ম্রিয়মানা বঙ্গবধূ লজ্জাবতী মত,
সুকোমল পতিব্রতা, সরলতা পবিত্রতা,
প্রীতি উপহারে আসি পূজহ নিয়ত,
ভারতের রাঙা পদ দেখি মনোমত।

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাও রে,
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণভরে গাও রে,
আন শিঙ্গা তুরী ভেরী, শঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাও রে,
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাও রে।

১০

শুভক্ষণে শুভযাত্রা কর শীঘ্র করে,
"জয় ভারতের জয়" গাও সমস্বরে,
উঠ উঠ উঠ রণে, কুসুম ছিটাও পথে,
শান্তির নিশান শুভ্র উঠাও অম্বরে,
"জয় ভারতের জয়" লিখ তার পরে।

১১

ধোয়াও সকল স্থান গোলাপী আতরে,
সাজাও কুসুমথর প্রতি ঘরে ঘরে,
অগুরু চন্দন যত, রাখ তাতে মনোমত

ঢাল দুগ্ধ ঘৃত মধু হেমকুম্ভ করে,
দেখিয়া লাগুক ত্রাস দেবাসুর নরে।

১২

নব নব রাগ তানে গাথি গীতহার
মায়ের চরণে সবে দাও উপহার,
মধুর পঞ্চমে গাও, অম্বর পুরিয়া দাও,
পাখোয়াজে মিশাইয়া সারঙ্গ সেতার,
গাও সবে কুতুহলে বসন্ত বাহার। (১)

(ঐক তান)

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে.
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণ ভরে গাওরে,
আন শিঙ্গা তুরী ভেরী, শাঙ্খ ঘণ্টা ত্বরা করি,
মধুর মন্দিরা আর মৃদঙ্গ বাজাওরে,
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাওরে।

১৩

কোন্ অভিষেক এই কিসের মঙ্গল ?
শোকার্ত্ত চিত্তের একে জল্পনা কেবল !
একে ঘোর অন্ধকার, ওকি শুনি হাহাকার,
ভারতের চক্ষে বহে ধারা অবিরল,
ভারতী চেতনা হীন দরিদ্র দুর্ব্বল !

১৪

কেন এত আয়োজন কি আছে সম্বল ?
কপোলায় কেন বহে নয়নের জল ?

কোথা রাম ধনুর্দ্ধর, কোথা কৃষ্ণ কুলেশ্বর,
ভারতীর বর পুত্র? কোথা এ সকল!
কোথা সে পদ্মিনী, কোথা কুমার বাদল?

১৫

উহু! উহু! কি দেখিনু আশার স্বপন,
কে গো তুমি? স্মৃতি! কেন কঠিনা এমন?
সদা ভাসি অশ্রু জলে, এ পর্ণকুটীরতলে,
কেন আসি জ্বালাইলে অনল এমন,
কেন গো ভাঙ্গিলে মোর সাধের স্বপন!

বঙ্গ নিশি।

মহা কোলাহলে দুরন্ত যবন
বঙ্গ রাজপুর করে আক্রমণ,
হাহাকার ধ্বনি উঠিল,
দিক্ দিগন্তর হল ধূলিময়,
দিবসেতে ঘোর তামসী উদয়,
প্রলয়ের ঝড় ছুটিল!

২

সেনার তরঙ্গে কাঁপে ধরাতল,
রবি শশী তারা নাচে নভঃস্থল
দিগঙ্গনা দিক্ ছাড়িল

যত ভীরু দূরে পলাইল ত্রাসে,
যত বীরবর বীর-রসে ভেসে,
উল্লাসে আহবে মাতিল।

৩

বীর-দর্প-ভরে কাঁপে যশোহর,
মার মার! রবে পূর্ণিত অম্বর,
বঙ্গসেনা রঙ্গে সাজিল;
উড়িল পতাকা নগরের দ্বারে,
সুগম্ভীর রবে দুর্গের উপরে
সমরবাজনা বাজিল।

(ঐক তান)

জয় জয় জয়! হর হর হর!
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখসমর,
উঠ এক বার, ধরি তরবার,
যবনযাতনা করহ সংহার,
কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধান
সংগ্রামকেশরি, কেন ম্রিয়মান?
কর শত্রুনাশ, কি ভয় কি ভয়?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়!

৪

বঙ্গসেনামাঝে পশিয়া বঙ্গেশ,
প্রভাতে যেমতি আরক্ত দিনেশ,

নয়নে কৃশানু জ্বলে ;
বিদ্যুতের মত ছুটে চারি ধার,
জলদ নির্ঘোষে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
কহিলা সেনানী দলে——

৫

"সহেনা বিলম্ব ওহে বীরদল,
হায় ! বঙ্গভূমি কৈবল্যের স্থল
যবনের পদতলে ;
নহি কি আমরা শূরের সন্তান,
কেমনে সহিয়া এই অপমান,
বাঁচিব অবনীতলে ?
পরপদতল সাক্ষাৎ রৌরব,
সমরশয়ন বীরের গৌরব,
বীরসিংহ সম চল চল সব !"

৬

"নন্দনবিহারে অমরউল্লাস,
পঙ্কিল সলিলে ভেকের বিলাস,
আমরা কি হব যবনের দাস ?
কত বীরচূড়া আর্য্যকুলধর,
স্বদেশের তরে নাশে কলেবর,
আমরা কি হব সংগ্রামে কাতর ?

ধর ধর সবে কৃতান্তের বেশ,
সমূলে অরাতি করহ নিঃশেষ।"

(ঐকতান)

জয় জয় জয়! হর হর হর!
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখসমর,
উঠ একবার, ধরি তরবার,
যবনযাতনা করহ সংহার।
কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধার
সংগ্রামকেশরি, কেন ম্রিয়মান?
কর শত্রুনাশ, কি ভয় কি ভয়?
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়!

৭

চতুরঙ্গ দলে বঙ্গসেনাদল,
ধায় রণস্থলে করি কোলাহল,
হৃদয়ে অনল জ্বলে;
সমরপ্রান্তরে মানসিংহ রায়,
প্রতাপ আদিত্য দেখিলা তাহায়,
বেষ্টিত অমাত্যদলে;
নেউলে হেরিয়া ফণীন্দ্র যেমন,
কহিলা বঙ্গেশ করিয়া তর্জ্জন,
কাঁপায়ে বিপক্ষ দলে;—

৮

"ওরে মানসিংহ, ধিক্ নরাধম !
সাজে কিরে তোরে এহেন উদ্যম,
এই কি পৌরুষ এই কি বিক্রম ?
হিন্দু সূর্য্যবংশে রাহু দুরাচার !
কোথা বঙ্গবাসি, ধর তরবার,
খণ্ড খণ্ড মুণ্ড করহ উহার !"

৯

"বধহ উহারে ও নহে ক্ষত্রিয়,
স্বাধীনতা তার স্বর্গ হতে প্রিয়,
ক্ষত্রিয়নন্দন যে জন হয় ;
আর্য্যসুত যেই, ম্লেচ্ছের সে দাস !
একি অলক্ষণ ! একি সর্ব্বনাশ !
রাসভের পদে কেশরী রয় ;
উঠ বঙ্গবাসি ধর তরবার ;
ভারতকলঙ্ক ঘুচাও এবার !"

(ঐকতান)

জয় জয় জয় ! হর হর হর !
বৈকুণ্ঠের পথ সম্মুখসমর,
উঠ এক বার, ধরি তরবার,
যবনযাতনা করহ সংহার,
কেন আর্য্যসুত বীর্য্যের আধার,

সংগ্রামে কেশরি, কেন ম্রিয়মান ?
কর শত্রুনাশ, কিভয় কিভয় ?
জয় জয় জয় বঙ্গদেশের জয় !

১০

মহাক্রোধে উঠি মানসিংহ রায়,
অঙ্কুশ আহত মাতঙ্গের প্রায়,
ডাকি কহে সৈন্যসবে ;—
"শিলা বৃষ্টি সম গোলা বৃষ্টি কর,
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
অক্ষয় কীর্ত্তি রবে ;
বঙ্গ সিংহাসন ভাঙ্গহ সত্বরে,
বিজয় নিশান উড়াও অম্বরে !"

১১

মহাবলীয়ান্ যতেক মোগল,
যত রাজপুত মহিমার স্থল,
বিজুলির মত ধাইল ;
যবনশিবিরে উড়িল নিশান,
গগনের ভালে গৃধিনী সমান !
সুকবি মঙ্গল গাইল ;

(ঐকতান)

সাজ সাজ সবে সাজরে সমরে !
বঙ্গরাজধানী ভাঙ্গহ সত্বরে,

শত বিদ্যাধরী লয়ে পুষ্পহার,
ঘেরিয়ে রয়েছে ত্রিদিবের দ্বার!
সেই ভাগ্যশীল যে মরে সমরে,
বিজয়ী বলিয়া পুজিবে অমরে,
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর;
জয় দিল্লিপতি, ভারতঈশ্বর!

১২

জলধিউচ্ছ্বাসে দুই সেনাদল,
অস্ত্র শস্ত্র সহ ছায় রণস্থল;
বাজে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম,
মুহূর্ত্তের তরে নাহিক বিশ্রাম!
প্রলয়ের ঝড় বহিল সঘনে,
অনলের শিখা উঠিল গগনে!

১৩

ছোটে যত গোলা নক্ষত্র প্রমাণ,
ঝলসে সঙ্গীন বিজলী সমান,
গুরুম্ গুরুম্ গরজে কামান!
" কর শত্রু নাশ, কি ভয় কি ভয়!
জয় জয় জয় বঙ্গদেশের জয়। "
কোদণ্ডটঙ্কার, অসির ঝঙ্কার,
মার্ মার্ মার্!—বিকট হুঙ্কার;
উহু! উহু! উহু!—গভীর চীৎকার!

"ধূলিসাৎ কর যশোর নগর ;
জয় দিল্লিপতি ভারতঈশ্বর !"

১৪

গিরিচূড়া সম কত শত বীর,
প্রলয়সময়ে পাতিত শরীর,
রুধিরে ধরণী ভাসে ;
দেবাসুরনরে লাগে মহাত্রাস,
অকাল জলদে পূরিল আকাশ,
সঘনে [illegible] হাসে !

(ঐকতান)

সাজ সাজ সবে সাজরে সমরে,
বঙ্গরাজধানী ভাঙ্গহ সত্বরে,
শত বিদ্যাধরী লয়ে পুষ্প হার,
ঘেরিয়ে রয়েছে ত্রিদিবের দ্বার !
সেই ভাগ্যশীল যে মরে সমরে !
বিজয়ী বলিয়া পূজিবে অমরে।
ধূলিসাৎ কর যশোর নগর,
জয় দিল্লিপতি ভারতঈশ্বর !

১৫

নিবসেতে অস্ত গেলা দিনমণি,
পড়িলা প্রতাপ নৃপচূড়ামণি ;
হাহাকার ধ্বনি উঠিল !

যত বঙ্গসেনা ক্ষয়ে ভীমবল,
প্রবল পবনে যথা তৃণদল,
দিগ্ দিগন্তরে ছুটিল :
উল্লাসঅন্তরে যতেক যবন,
"জয় জয়" নাদে পূরিল গগন।

১৬

ভাঙ্গিল যশোর গঠনরুচির,
ভারতভবনে যশের মন্দির :
ডুবিল বঙ্গের সৌভাগ্যমিহির !
দশদিকে হল ঘোর অন্ধকার,
দরিদ্রতা আর দাসত্ব দুর্ব্বার,
স্বর্ণ বঙ্গভূমি করে ছারকার !

১৭

ডুবিল যে রবি অতল সাগরে,
আর কিরে তাহা উঠিবে অম্বরে ?
এ ঘোর অখ্যাতি ঘুচিবে কি নরে !
ওহে জগদীশ, মঙ্গলনিধান,
এ ভাবে সকলি তোমার বিধান !
কত দিনে বঙ্গ পাবে পরিত্রাণ ?
সবল সাহসী তেজ বীর্য্যবান্
হবে কিহে পুনঃ বঙ্গের সন্তান ?
শুভ ঊষাযোগে সুবাতাসভরে,

স্বাধীনতারূপ সুখের সাগরে,
যশের তরণী ভাসায়ে রঙ্গে;
জাতীয় পতাকা উড়ায়ে অম্বরে,
ভবনাম সারি গাবে প্রাণ ভরে,
সে সুখের দিন হবে কি বঙ্গে।

ব্রহ্মোৎসব।

একিরে আনন্দ আজ! শুভ দিনে শুভক্ষণে,
সত্য সূর্য্য নবীন রাগে উদয় হল ঐ গগনে;
পবিত্রতা সমীরণে,
প্রেমামৃত বরষণে,
নাচিছে মেদিনী রে আজ, ভাসিছে সুখের প্লাবনে!

২

বহু দিন এ ভারতভূমি অন্ধকারে ঢাকা ছিল,
আজ শুভক্ষণে নিশাঅন্তে সুবসন্ত প্রকাশিল;
কিবা নব বেশে সাজ্‌ল ধরা!
সৌরভেতে ভুবন ভরা,
এমন উৎসবের তরঙ্গরঙ্গ কোথা ছিল—কে আনিল?

৩

"স্বর্গ স্বর্গ স্বর্গ" কথা শুনেছি রে কোপুরাণে,
আজ্ বুঝি সেই সুখের স্বর্গ অবতীর্ণ ধরাধামে;
সবে ভাসিতেছে আশার জলে,

নাচিতেছে বাহু তুলে,
আজ ভারতবাসির রঙ্গ দেখে আনন্দ ধরে না প্রাণে।

৪

আজ এক ব্রহ্ম ধ্রুব সত্য জগৎবাসী সবাই বলে,
যত উপধর্ম্ম অজ্ঞানতা, ঘুচে গেল ধরাতলে;
আর বাদবিসম্বাদ নাইরে ধরায়,
আত্মপর কথা উঠে যায়,
আজ মিশেছে সব প্রাণে প্রাণে "আমার আমার আমার" বলে।

৫

ঐদেখ ব্রহ্মনামের বিজয়নিশান উঠেছে ঐ গগনতলে,
আজ কাঁপিছে গগন মেদিনী ভক্তবৃন্দের কোলাহলে;
বাজে ব্রহ্ম নামের জয় ডঙ্কা,
পাপ মৃত্যুর নাইরে শঙ্কা,
ঐদেখ ব্রহ্মনামে মরুভূমে সুফল ফলে, পাষাণ গলে!

৬

চরাচরে সমস্বরে উঠেছে মঙ্গল ধ্বনি,
গগন গিরি কন্দরে হতেছে তার প্রতিধ্বনি;
ব্রহ্মনামগান মহামন্ত্র,
শুনে বাজে হৃদিতন্ত্র,
ওনাম যতই বাজে উচ্চৈঃস্বরে ততই মধুর মধুর শুনি!

৭

কে জানিত স্বপ্নে কখন এমন দিন যে আস্‌বে ভবে,
ভারতবাসির ভাগ্যফলে স্বর্গমর্ত্ত্য সমান হবে;
আজ পাপী তাপী সবাই মিলে,
মোক্ষ ধামে যাব চলে,
"জয় দয়াময় দয়াময়" বলে জগৎবাসি আয়রে সবে।

৮

ছোটবড় নাইরে বিচার, আজ সবাই সমান হয়েছে,
ওরে সমবেগে চল সকলে কেউ যাবনা আগে পাছে;
আয় নরনারী এক হৃদয়ে,
ব্রহ্ম ধামে আয়রে ধেয়ে,
দেখ্‌ব পুণ্যময়ের চরণতলে শান্তি-পূর্ণ-চন্দ্র আছে।

৯

ছেড়ে দে সংসারের মায়া কি কাজ ঘুরে ভ্রান্তিমদে,
তোরা চতুর্ব্বর্গ ফল পাবি ভাই পড়িস যদি ব্রহ্মপদে;
তোদের দূরে যাবে ভয় ভাবনা,
পাপের জ্বালা আর রবে না,
চল পুণ্যতীর্থে ডুবিগিয়ে অনন্ত আনন্দ হ্রদে। (৩)

৩। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে এই গানটী রচিত হয়।

বিজয়া দশমী

১

আঁধার আঁধার, একিরে আবার,
বিষাদে ডুবিল বঙ্গ;
দেখিতে দেখিতে, স্বপনের মত,
ফুরাল উৎসব রঙ্গ!
সুখের শরতে, শারদা সুন্দরী,
ভারত-সৌন্দর্য্য-সার,
ক্ষণ প্রভাসম, ক্ষণ হাসাইয়া,
গৌড়ে নাহিক আর!
বাঙ্গালির মুখে, একবার হাসি,
এইত বৎসরশেষে;
কে হরিল সেই অকালকুসুম,
এহেন হিমানী দেশে!
বাঙ্গালির ভালে, বয়ষা কেবলি,
নাই বসন্তের লেশ;
তিন দিনে হায়, সুখ মধুমাস,
আসিয়া হইল শেষ!
দুখিনী বঙ্গের, সুখের প্রতিমা,
ডুবেছে ডুবেছে আহা!
কাল-সিন্ধু-জলে, আজিরে আবার,
ভাসিয়া ডুবিল তাহা!

২

চলিলা অন্নদা, শূন্য বঙ্গালয়,
বঙ্গের সন্ততি যত ;
অন্ন নাহি ঘরে, দরিদ্র দুর্ব্বল,
সাহস সম্বল হত !
চলিলা প্রবাসে, পরিজনশোকে,
নয়নে বহিছে ধার ;
পরপদসেবা, ভিক্ষাপাত্র করে,
বক্ষেতে দুঃখের ভার !
কত অনাদরে, কত অত্যাচারে,
বাঙ্গালীজীবন ক্ষীণ ;
নিরাশার ঝড়ে, দুঃখের সাগরে,
আবার হইল লীন !
আবার পশিল, অকূল সাগরে ;
বিষাদতরঙ্গচয়,
প্রবল প্রহারে, (বাঙ্গালি আকুল !)
মরম করিছে ক্ষয় !
বিস্মৃতির জলে, ডুবিল সকলি,
আনন্দ উল্লাস হাসি ;
সুখের স্বপন, ভাঙ্গিল অকালে,
জাগ্রতে যাতনারাশি !

৩

উঠে জয়ধ্বনি, বৈজয়ন্ত ধামে,
গিরিজা আসিলা ঘরে ;
বৃন্দারকদল, ইন্দ্রালয়ে বসি,
আনন্দে উৎসব করে।
কত যে যতনে, মকরন্দমাখা,
মন্দারে গাঁথিয়া হার ;
সাজাইলা পুরি, অমরসুন্দরী,
বদনে প্রীতির ভার।
শত ইন্দ্রধনু, উদিত আকাশে,
চন্দনে চর্চ্চিত ধরা ;
পীযূষ বহিয়া, বহে সমীরণ,
সৌরভে অম্বর ভরা।
শত বিদ্যাধরী, বীণা যন্ত্র করে,
অতুল শোভায় সাজে ;
অমর সভায় নাচে ; ঝুনুঝুনু,
চরণে কিঙ্কিণী বাজে।
মুরজ মন্দিরা, বাজে মধুস্বরে,
সপ্তস্বরে উঠে তান ;
পরম পুলকে, দেবদল গায়,
আনন্দ মঙ্গল গান।

৪

“জয় ভবরাণী, বরদে ভবানী,
দেবমাতা বিশ্বরমে ;
শিবানী শঙ্করী, ত্রিদশঈশ্বরী,
জয় হরপ্রিয়তমে।
অনন্ত প্রকৃতি, বিশ্বরূপা তুমি,
আদ্যাশক্তি মহামায়া ;
সুখ মোক্ষ যশঃ, তোমার শ্রীপদে,
ভগবতি ভবজায়া।
ত্রিভুবনময়ি, ত্রিলোকঈশ্বরি,
ত্রিগুণধারিণী দেবি ;
ধাতা পুরন্দর, সকলি অমর,
তোমার চরণ সেবি।
তোমার বিহনে, ত্রিদিব আঁধার,
জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি শিবে ;
অনন্তমহিমা, অনুপমা তুমি,
কে তব উপমা দিবে ?
তব আবির্ভাবে, হাসিছে অমরা,
আনন্দে ভাসিছে সবে ;
জয় সুররাণী, বরদে ভবানী,
জগত জননী ভবে !”

৫

উঠিল অদূরে, বাঁশির সুরব,
মধুর করুণ স্বরে ;
পশিল সে রব, যেখানে অমর,
আনন্দে কীর্ত্তন করে।
কাঁপিল অমনি, কনকআসন,
চকিতা ভবের রাণী ;
মুদিলা নয়ন, সহসা হইল,
মলিন বদন খানি।
অধীরা অন্নদা, অকস্মাৎ হল,
অমর স্তম্ভিত সবে ;
গগন ভেদিয়া, সেই বংশিধ্বনি,
উঠিল গভীর রবে।
করুণা উচ্ছ্বাসে, পূরিল আকাশ,
কাঁপিল অমরাবতী ;
মন্দাকিনী জলে, উঠিল লহরী,
বহিল ত্বরিতগতি।
অমর মণ্ডল, নীরব সকলি,
মনে পরমাদ গণি ;
শুনিলা অন্নদা, মেদিনী হইতে,
উঠেছে রোদন ধ্বনি।

৬

"কোথা ভবরাণি, জগত জননী,
একবার মাত্র দেখনা এসে ;
তোমার বিহনে, তোমার সংসার,
নয়নের জলে যায় মা ভেসে।
কোথা সে উল্লাস, কোথা সে উৎসব,
গিয়েছে সকলি আর কি হবে ?
আনন্দ বাজার, আঁধার নীরব,
শোকে অচেতন, আজিকে সবে !
দিনেশ মলিন, সুবায়ু বহে না,
সে রূপ স্বরূপ, নাইরে চাঁদে ;
বিষাদে বিলীন, আজি রে সকলি,
গগন মেদিনী, নীরবে কাঁদে।
ঐ কুলাঙ্গনা, বসিয়া প্রাঙ্গনে,
কাঁদিছে নীরবে, ঢাকিয়া মুখ ;
বালক বালিকা, ধূলায় লুটায়,
বিষাদে পুড়িছে কোমল বুক।
শূন্য বঙ্গালয়, এঘোর যাতনা,
তাপিত হৃদয়ে সহে না আর ;
কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
ঘুচাও জীবের যাতনাভার।"

৭

সুগম্ভীর রবে, বিলাপের ধ্বনি,
অম্বর ভেদিয়া উঠে ;
অকালজলদে, ঢাকিল গগন,
সঘনে তারকা ছুটে।
দিগঙ্গনাদল, বিষাদে বিবশ,
নয়নে আসার বহে ;
কাঁপে বিশ্বধাম, স্তব্ধ সমীরণ,
চপলা অচলা রহে !
কাঁদিলা অন্নদা, করুণারূপিণী,
অপাঙ্গে বহিল ধারা ;
ঢাকিল কালিমা, মুখসুধাকর,
মুদিলা নয়নতারা।
অমরউৎসব, ফুরাল সকলি,
অদিত্য অধীর অতি ;
সুরসুন্দরীর, করুণাবিলাপে,
ভরিল অমরাবতী।
দিবসে তামসী, হল মহাঘোর,
যেমন প্রলয় ঝড়ে ;
আবার উঠিল, সেই বংশীধ্বনি,
গম্ভীর করুণ স্বরে—

৮

" কোথা ভবরাণি, দেখ মা আসিয়া,
হাহাকার করি কাঁদিছে দেশ;
দয়াময়ী তুমি, দেখিছ কেমনে,
জীবের এমন অসহ্য ক্লেশ ?
কোন্ পাপ ফলে, বাঙ্গালির ভালে,
লেখেছে বিধাতা এমন দুখ;
নয়ন ভরিয়া, পাবনা দেখিতে,
তোমার কোমল, সস্নেহ মুখ ?
পূর্ণসুধাকর, চির অস্তগত,
তুমি বাঙ্গালির, আশার তারা;
কেন লুকাইলে, হায় রে অকালে;
বসন্তে বহিছে বরষাধারা!
মঙ্গলরূপিণী, পুণ্যময়ী তুমি,
অনন্ত সুকৃত চরণতলে;
এস বঙ্গালয়ে, ঘুচাও যাতনা,
সকল কলুষ, চরণে দলে।
কিম্বা দয়াহীনা, নিতান্তই যদি,
(ডুবেছে বঙ্গের সৌভাগ্যরবি)
এস একবার, প্রাণভরে হেরি,
অমরবাসনা আনন্দছবি।

চরণে অঞ্জলি, দিব প্রাণ মন,
জীবন কলঙ্ক অবনীতলে;
এস শান্তিময়ি, তোমারে লইয়া,
পশিব অনন্ত বিস্মৃতিজলে!

লুক্রেশিয়া।

১

বাজ্ রে বাঁশরি, মধুর স্বরে,
যে নূতন গীত বঙ্গবাসী করে
শোনে নাই, তাহা শুনারে আজ;
না জানিস্ যদি তুলিতে সুতান,
না বুঝিস যদি রাগ তাল মান,
আপনার রবে বাজ্ রে বাজ।

২

কাব্য-রঙ্গ-ভূমি হায় সে ইতালি!
হোরেস্ দান্তে যথা করি কেলি,
পাইলেন স্থান কবিকুঞ্জ বনে;
বাজ্ উচ্চৈঃস্বরে, কেন নিরুদ্যম?
জানি আমি তুই বাঁশির অধম,
যাইতে সে দেশে ভয় কি মনে।

৩

কেন লাজ ভয় ? বাজ্‌ ওরে বাঁশি,
তোর ঐ রব আমি ভালবাসি,
আপন আনন্দে বাজ আপনে ;
বাজে যবে বীণা বাগ্‌দেবী করে,
মধুর পঞ্চমে কোকিল কুহরে,
রাখালের বাঁশি বাজে নাকি বনে ?

৪

চেয়ে দেখ, ও কে একাকিনী ধনী,
অমল কোমল সুধাংশু-বদনী,
রূপের আলোকে ভুবন ভরা ;
হেন রূপরাশি আছে কি কোথায়,
সৌদামিনী কিরে ভূতলে লুটায়,
পড়েছে কি খসে গোধুলিতারা ?

৫

হেন রূপরাশি কোথা দেখি নাই,
মরে যাই লয়ে রূপের বালাই,
সরল পবিত্র বীরত্বমাখা ;
কুটিল কটাক্ষ নাহি সে অপাঙ্গে,
কুঞ্চিত কপাল চিন্তার তরঙ্গে,
নয়ন চিবুকে চপলারেখা !

৬

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা,
প্রতিভা, গরিমা, শীলতা, ধীরতা,
একাধারে আর আছেরে কৈ ?
(যথা রূপ তথা কলঙ্কের রেখা,
যথা প্রেম তথা চাপল্য ভীরুতা !)
রোম বীরকুলকামিনী বই !

৭

জগতের রাণী রোম পুণ্য স্থান,
শৌর্য্য বীর্য্য প্রেম পুণ্যের আধান,
দেব অংশে জন্মে যার তনয় ;
সেই কুলবালা লুক্রেশিয়া সতী,
শৌর্য্যবীর্য্যবতী ধীরা ধর্ম্মমতী,
যার যশোগীত জগতময় !

৮

চেয়ে দেখ দেখ কি করিছে বালা,
মাণিক হীরকে গাঁথিছে কি মালা,
বিলম্বিত বেণী সম্মুখে রাখি ?
যেন ঝরে পড়ে চম্পকের কলি,
তালে তালে বালা ফেলিছে অঙ্গলি,
নাচিছে নয়ন খঞ্জন পাখী।

৯

কক্ষে ঐ বেণী, ওযে তীর ধনু !
নাহি গাঁথে যার সাজাইতে তনু,
হেম হীরা কিবা মণি রতনে ;
ধন্য ধন্য তুমি রোমকনন্দিনি !
হৃদয়গৌরবে সদা গৌরবিনী,
কুলমান যশ রাখ যতনে।

১০

গাঁথ তবে মালা, গাঁথ সে প্রকার,
ভূতলে তোমরা যশের ভাণ্ডার,
যশের মেখলা পরলো অঙ্গে !
ছাইবে ভুবন তোমার সুরবে,
শুনিয়া ভুলিবে অমর মানবে,
গাবে ক্ষুদ্র কবি মধুর রঙ্গে !

১১

ওকে দেখি, তুমি কে এলে হেথায় ?
এ দেখি পুরুষ ! যেতেছ কোথায় ?
ফিরে ফিরে যাও পদ স্থির নয় ;
তস্করের মত কেন এত ভয় ?
কেন ম্লান মুখ, চঞ্চল হৃদয় ?
ঐ রমণী তব বল কে হয় ?

১২

যদি এ রমণী তোমার ভগিনী ;
রত্নগর্ভা তবে তোমার জননী,
ধরিলা জঠরে হেন রতনে !
পতি যদি তুমি এর ভাগ্যবান্,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কর তুচ্ছ জ্ঞান,
শত শচী তুমি ঠেল চরণে !

১৩

একিরে একিরে ওরে দুরাচার !
এখনি ভাঙ্গিব মস্তক তোমার,
ছাড়রে পাপীষ্ঠ, এ হেন উদ্যম ;
সতী সাধ্বী বালা বলে ধরি তারে,
ভাসাইতে চাস্ কলঙ্কসাগরে,
দুষ্ট দুরাচার ওরে নরাধম !

১৪

মার্ মার্ মার্ ঐ দুরাচারে,
শৃগাল কুকুরে খাওয়ারে উহারে,
শত পদাঘাত কররে বক্ষে ;
সতীর উপরে নীচ দৃষ্টি যার,
সহেনা মেদিনী সে পাপীর ভার !
তীক্ষ্ণ করি শূল বিঁধাও চক্ষে !

১৫

কাঁদিলা রমণী –"কোথা ওহে তাত !
এ সময়ে কোথা ওহে প্রাণনাথ !
রক্ষ এ বিপদে দাসীর প্রাণ ;
দুষ্ট টার্কুইন্ রোমের কলঙ্ক,
ঘোর পাপাচারে সদা নিরাতঙ্ক,
হরিল বিপুল কুলের মান !"

১৬

বলিতে বলিতে আইল তথায়,
দপটে গর্জ্জিয়া হর্য্যক্ষের প্রায়,
শ্বশুর জামাতা দুই রোমান ;
পাপীর হৃদয়ে উপজিল ত্রাস,
পলাইল দূরে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস,
মুহূর্ত্তের তরে বাঁচিল প্রাণ।

১৭

বাঁচিলি বাঁচিলি বাঁচিলি এখন,
পাপী নরাধম শ্বাপদ দুর্জ্জন,
কিন্তু এর দণ্ড পাবিরে পরে ;
রোমানের ক্রোধ জ্বলন্ত আগিনি,
পূর্ণাহুতি বিনা নিবে না কখনি,
তরে কর্ণধারে অমর নরে।

১৮

পুণ্যময় রোম এ কলঙ্ক তার,
রাখিলি রাখিলি ওরে দুরাচার,
শৌর্য্য বীর্য্য মান ভুলিলি সব ;
রাজা হয়ে তুই করিলি যে কাজ,
হীনজনে তাহে ঘটে ঘোর লাজ,
ধিক্ ধিক্ তোর রাজত্ব বিভব !

১৯

অথবা ধরার এমনি বিচার,
বৃথা অনুযোগ, বৃথা এ ধিক্কার,
পাপের সংসার, পাপের জয় !
কখনোবা হাসি কখন রোদন,
কভু বুকে ছুরি কভু সম্ভাষণ,
হায়রে বসুধা কলঙ্কময় !

২০

রূপের অনলে পোড়েনি যে জন,
সেই ভাগ্যবান্ সুধীর সুজন,
প্রণতি তাঁহার চরণতলে !
দেখরে স্বরূপ বিরূপ হইয়া,
গুরু শিষ্য জ্ঞান বিলোপ করিয়া,
রাখিল কলঙ্ক শশাঙ্কভালে !

২১

রূপের প্রভাবে কাব্য রামায়ণ,
রূপের মহাত্ম্য গান দ্বৈপায়ন,
ভারত রূপের কলঙ্ক ঘোষে ;
রূপের কপালে ফোক বজ্রপাত,
সুবর্ণের ট্রয় হল ভস্মসাৎ
রূপের বিকারে, রূপের দোষে !

২২

কি ফল হইয়া সুরূপে বিগুণ ?
যথা রূপ তথা থাকে যদি গুণ,
সোণায় সোহাগা বাখানি তারে,
রূপবতী যেই সাধ্বীসতী সেই,
হয় যদি তার তুলনা ত নেই,
রূপে অন্ধ যেই ধিক্‌রে তারে !

২৩

সতীর হুঙ্কারে কাঁপিল মেদিনী,
"ধিক্ ধিক্ ধিক্" উঠে ঘোর ধ্বনি,
ঘরে ঘরে রোমনগরময় ;
দন্তে দন্তাঘাত করিছে রোমান,
গর্জ্জিছে রমণী নাগিনী সমান,
শুনি টার্কুইনের কাঁপে হৃদয় !

২৪

সাজিল রোমান সমরের সাজে,
কহিলা—"বধরে টার্কুইন্ রাজে,
রোমের কলঙ্ক ঘুচাও সত্বরে!"
ভ্রষ্ট টার্কুইন্ পেয়ে মহাভয়,
(ভিতির ভাণ্ডার পাপীর হৃদয়!)
পলাইল ত্রাসে নগর ছেড়ে!

২৫

অমনি গর্জ্জিল রোমবীরগণ,
"সবংশে পাপীরে কর নির্ব্বাসন,
রোম পুণ্যভূমে কলঙ্করেখা,
(সতীর মহত্ত্ব থাকুক অটল,
কাঁপুক বীরের বীর্য্যে ধরাতল!)
আর যেন কভু না দেয় দেখা।"* ৪

* । যৎকালে টার্কুইন বংশ রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন নরপতি টার্কুইন দি এলডারের কোন বন্ধু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া যান। বন্ধুপত্নী লুক্রেশিয়ার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া টার্কুইন্ অসদভিসন্ধি পরায়ণ হন। এই বিগর্হিত অনুষ্ঠান জন্য টার্কুইন বংশ রোম হইতে নির্ব্বাসিত হয় এবং উত্তর কালে বিষম সংগ্রামাদি হইয়া রোমরাজ্যে সাধারণতন্ত্রশাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়।

শরৎ

১

আইল শরৎ, পরিল জগৎ,
মরকতহার গলে ;
গগনে তারকা, বনে সেফালিকা,
কুমুদ ফুটিল জলে।
পূর্ণিমার চাঁদ, এমনি সুছাঁদ,
কসিত কণকথালা ;
ক্ষরিতেছে সুধা, হরিতেছে ক্ষুধা,
ধরার ঘুচিল জ্বালা।
বিধুবিলাসিনী, নিশি সুহাসিনী,
লইয়া বরণডালা ;
পেয়ে প্রাণপতি, বরে রূপবতী,
যেমতি যুবতী বালা।
সুখের মিলনে, প্রেমআলাপনে,
আনন্দসাগরে ভাসে ;
দেখিয়া প্রকৃতি, হরষিতা অতি,
লাবণ্য ঢালিয়া হাসে।
মৃদুল বাতাসে, ভুবন আকাশে,
আতর ছিটায় কত ;
মাতিয়া সৌরভে, নাচিতেছে সবে,
স্থাবর জঙ্গম যত।

সে রস নিরখি, যতেক জোনাকী,
থাকিয়া থাকিয়া জ্বলে ;
"আমার মতন, রূপসী এমন,
কে আছে ?" গরবে বলে !

২

পোহাইল রাতি, বিহঙ্গমপাঁতি,
উল্লাসে আকাশে ধাইল ;
ভ্রমরের দল, আমোদে বিহ্বল,
উষার কুন্তল ছাইল।
সরসে নলিনী, রসিকা রমণী,
দেখে—দিনমণি আইল ;
নব অনুরাগে, কাঁদিয়া সোহাগে,
পূর্ব্বভাগে চাইল।
যত পুরবালা, হাতে লয়ে থালা,
ছুটিল কুসুমচয়নে :
উড়ে পড়ে কেশ, আলু থালু বেশ,
ঘুমের আবেশ নয়নে।
ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল,
অমল কোমল বালিকা ;
তুলে নানা ফুল, পরে কাণে দুল,
গাঁথিয়া চিকন মালিকা।

শ্রমেতে বিবশ, পথিক অলস,
ধীরে ধীরে পথে চলিল ;
কি জানি ভাবিয়া, নীরবে কাঁদিয়া,
নয়নসলিলে গলিল !
অতি দীন হীন, করঙ্গ কৌপিণ,
লয়ে উদাসীন আইল ;
—উঠ নন্দলাল—বলিয়া অমনি,
প্রভাতসঙ্গীত গায়িল।

৩

ফুরাইল বেলা, প্রদীপমেখলা,
পরিয়া যামিনী আসে ;
পড়িয়া প্রমাদে, কমলিনী কাঁদে,
কুমুদী দেখিয়া হাসে ;
যত ভ্রমর চলিল বাসে।
লইয়া কলসী, ষোড়শী রূপসী,
সরসে সিনানে চলে ;
মৃদু হাসি হাসি, অমৃতের রাশি,
ঢালিল সরসীজলে ;
যেন মুকুরে মুকুতা ঝলে !
অমর নিবাসে, আনন্দ উল্লাসে,
যতেক অমরবালা ;
নানা আভরণে, সিঁদুরলেপনে,

সাজাল গগনথালা ;
তাতে বাঁধিল ফুলের মালা।
বাজাইয়া বেণু, দেখাইয়া ধেনু,
গোপাল চলিল ঘরে ;
মন্দিরে মন্দিরে, মৃদুল গম্ভীরে,
ভকত কীর্ত্তন করে ;
সবে প্রেমেতে ঢলিয়া পড়ে !
আকাশে চাহিয়া, করতালি দিয়া,
বালক নাচিছে রসে ;
নয়ন নিছনি, তারকা অমনি,
ভূতলে পড়িছে খসে ;
তারা অধীর মানের বশে !
শরতের শোভা, মুনিমনোলোভা,
(বাতে) কবির মানস ভোলে ;
চল রাজবালা, সুখে করি খেলা,
বসিয়ে নদীর কূলে ;
মালা গাঁথিব মালতীফুলে।

৪

হ্যাদে ! চল চল যাই, বেড়িয়া বেড়াই,
ঐ যমুনার তটে ;
আজ, চাঁদের নাচনি, দেখিব স্বজনি,
বিমল জলের পটে।

এখন, না আছে বাদল, মেঘের কোঁদল,
নদীর মলিন মুখ ;
দেখ, সময় পাইয়া, রূপের গরবে,
ফুলিয়া উঠেছে বুক ।
সুখে, ভাঁটার জলে, দলে দলে,
তরণী দিয়েছে সারি ;
রসে, বাহক সবে, বাঁশির রবে,
গায়িছে সুখের সারি ।
দেখবো, নদীর কোলে, তেমনি দোলে,
সোণার বরণ বাতি ;
যেমনি, উঠিতে বসিতে, তোমার গলে,
ঝলসে হীরার পাঁতি ।
মরি ! কত বিহঙ্গ, করিছে রঙ্গ,
নামিয়ে শীতল জলে ;
তারা, করিতেছে গান, ধরিতেছে তান,
শুনিয়া পাষাণ গলে !
চল, যাই সহচরি, এ সুখ সময়ে,
বসিয়ে কদম্বমূলে ;
আজ, আপনা ভুলিয়া, মনসুখে গীত,
গায়িব হৃদয় খুলে ।

কমলে কামিনী

(উদ্ভ্রান্তি)

১

ওকি অপরূপরূপ কমলে কামিনী!
ঘোরতর অমানিশা,
নয়নে নাহিক দিশা,
ক্ষণে হাসে ক্ষণপ্রভা ভ্রান্তি-বিলাসিনী;
এ সময়ে ও কি দেখি! কমলে কামিনী?

২

সতত সঙ্গিনী ঐ কমল-বাসিনী;
জীবন-সরসি-জলে,
হৃদি শতদলদলে,
বিরাজে বিমল মূর্ত্তি—স্থির সৌদামিনী—
নয়নের তারা ঐ কমলে কামিনী!

৩

ঐ রূপ, দেখি যবে নিশীথে স্বপন,
হাতে পাই চন্দ্র তারা,
—ভাবমদে মাতোয়ারা—
নয়নে আনন্দ-ধারা হয় বরষণ;
কমলে কামিনীরূপ নিরখি তখন।

৪

যখন প্রদোষশেষে বিজন পুলিনে,
শুনি দূর বংশীগান,
বিলুপ্ত হয়েছে জ্ঞান,
আলুথালু মন প্রাণ রসের প্লাবনে;
তখনি ও রূপ আমি দেখেছি নয়নে।

৫

দেখিয়াছি, মধুমাসে পোহালে যামিনী
প্রফুল্ল কুসুমমাঝে,
সজ্জিত কুসুম-সাজে,
দেখিয়াছি, বনদেবী বন-সুশোভিনী,
অনন্তরূপিনী ঐ কমলে কামিনী!

৬

দেখিয়াছি ঐ মুখ পদ্মরাগ মণি,
বিমল বিনোদভরা;
উল্লাসে নেচেছে ধরা;
করতালি দিয়া দিয়া নেচিছি আপনি;
গাইয়াছি "ঐ মোর কমলে কামিনী!"

৭

আমার মূরতি ঐ কমলে কামিনী;
কভু অন্নপূর্ণা সতী,
কভু রমা রমাবতী,

কভু উগ্রচণ্ডা ভীমা কভু উন্মাদিনী,
অনন্তরূপিণী ঐ কমলে কামিনী !

৮

সাহিত্য-কাননে ঐ বাণী বীণাপাণি,
মরুভূমে স্বর্ণলতা,
শান্তির কুসুমযুতা,
উৎসব-নন্দন-বাসে শচী-সোহাগিনী,
প্রেমসাগরের ঘাটে রাধা কলঙ্কিনী !

৯

দুঃখের সাগরে যবে আকুল পরাণি,
নিরাশার ঝড় বহে,
কার সাধ্য আর সহে,
চিন্তার তরঙ্গ-বেগ ? কি হবে না জানি !
তখনি নিরখি ঐ কমলে কামিনী !

১০

বেন্ধেছে মানস-করী মৃণালে কামিনী ;
নাহি কেউ সাক্ষী তার,
আমি দেখি অনিবার,
জাগ্রতে স্বপনে সম দিবস যামিনী,
[illegible]াগরে ঐ কমলে কামিনী !

১১

হৃদয়-পুত্তলি ঐ কমলে কামিনী!
জীবনের যাত্রাশেষে,
কৃতান্ত ধরিলে কেশে,
হৃদয়ে করিব ধ্যান প্রেমমুখখানি,
দেখিব মসানে ঐ কমলে কামিনী!

গীত।

প্রসাদী সুর।—তাল একতালা। (১)

মনরে আবার বিলাত যাবি।
তুই কি বিলাত যেয়ে সাহেব হবি?
তুলী পয়সা নাইরে হাতে, ইচ্ছা করিস বিলাত যেতে;
যদি সাহসেরে জামিন দিয়ে প্রাণ বাঁধা দিস্ টাকা পাবি॥
সাত সমুদ্র তের নদী, পার হতে মন পারিস্ যদি;
তোরে যা বলি তাই করিস্ নৈলে জাত কুল মান সব খোয়াবি॥
সাধু ভক্ত দেখ্‌বি যথা, চতুষ্পাটি আছে তথা;
তুই গুরুজনের কাছে যেয়ে শাস্ত্র শিক্ষার দীক্ষা লবি॥
পরীক্ষা তোর পদে পদে, কখন বা পড়িস বিপদে;
ওরে তত্ত্ব জ্ঞানটী সাধন হলে বারিষ্টারের পদবী পাবি॥

পাপপুণ্যে দ্বন্দ্ব অতি, ধর্ম্মরাজ তার বিচারপতি; কেবল বৈরাগ্যটী বায়না নিয়ে হুজুরে বক্তৃতা দিবি ॥

কুমতি যুবতী জায়া, ছেড়ে দে তার যত মায়া; আছেন বিশ্বাসের আশ্রমে বন্ধু ধৈর্য্য তাঁরে সঁপে দিবি ॥

কি খাবি বিলাতে যেয়ে, পথিক বলে দিব কয়ে; ওরে অহঙ্কার বলদের মাথা প্রেমের তেলে ভেজে খাবি ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (২)

কাজ নাই আমার গৃহবাসে।
আমি সব খোয়ালেম ঘরে বসে ॥

মাটী আমার মহামায়া, বাপটী আছেন নিরুদ্দেশে; ঘরে কুচিন্তা কুটিলা জায়া খেটে মরি তারি বশে ॥

যা হবার তা হয়ে গেছে, শোন্‌রে ওমন সর্ব্বনেশে; এখন বৈরাগ্য বিভূতি মেখে গুরুবলে চল্ বিদেশে ॥

পথিক বলে ভাবনা কিরে, চল যাই একবার ভক্তিরদেশে; যদি প্রেমের ঘাটে ডুব্‌তে পারিস মনের মানুষ মিল্‌বে শেষে ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (৩)

মনরে কেন নিরাশ হলি ?
দুটা কাজের কথা তোরে বলি ॥

মহাতীর্থ পর্য্যটনে, ঘর বাড়ী সব ত্যজে আলি; এ যে খারেক মাত্র পা পিছুলে মরার মত পড়ে রলি ॥

এসে কিরে শক্তির দেশে, শক্তিশূন্য হয়ে গেলি; একবার কাঁচা কুল কমল তুলে শক্তির পদে দে অঞ্জলি ॥

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে সাহস খড়্গা নেরে তুলি ; একবার সংকীর্ণতার হাড়কাঠে তোর মন পাঁঠা টা দেরে বলি ॥

যে বর ইচ্ছা সে বর পাবি, পথিক বলে শোন্‌রে বলি ; সে যে মানুষ হয়ে দেবতা হয় (যে জন) মহা শক্তির বলে বলী !

ঐ সুর ।—ঐ তাল । (৪)

মনরে ও তোর বিদ্যে কত ।

আমি দেখে শুনে বুঝলেম না ত ॥

প্রবেশিকার কালে যে মন, ছিলি দিব্য ফুলের মত ; শেষে অল্প কালে বিয়ে হয়ে একেবারে হলি হত ॥

পথিক বলে সাহিত্যাদি, বাল্যকালের পাঠ্য যত ; এ সব পরা বিদ্যা ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যায় হওরে রত ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের (৫) দেশে গিয়ে,তর্ক শাস্ত্র পড় যত ; তুমি ধর্মশিক্ষার টোল না করে সুখে বিদায় পাবে না ত ॥

ঐ সুর ।—ঐ তাল । (৫)

থাকব না আর মফঃসলে ।

এবার রাজধানীতে যাব চলে ॥

রাজার সঙ্গে দেখা করা, মহাপুণ্য শাস্ত্রে বলে ; শুনি রাজার চরণস্পর্শ হলে সর্ব্বতীর্থের ফলটী ফলে ॥

অত্যাচার অবিচারাদি, যত কিছু মফঃসলে ; মরি দিবা নিশি বেগার খেটে ধূর্ত্তলোকের বলে ছলে ॥

(৫) শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ (শ্রী-সমুদ্র. গৌরাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ,) ইউরোপ।

অনাহার অনিদ্রায় থাকি, ভগ্ন গৃহে ভূমিতলে ; আমি রাজবাটীতে যেয়ে থাকব অট্টালিকায় কুতূহলে ॥

রাজার নাকি বড় দয়া, পড়্‌ব গে তাঁর চরণ তলে ; তোর সকল আশা পূর্ণ হবে শীঘ্র যা মন পথিক বলে ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (৬)

হয়েছে আমার মহাব্যাধি।

আছি শয্যাগত নিরবধি॥

অনিয়ম করেছি যত, দিবানিশি জন্মাবধি ; একে বিষম বিকার ঘটেছে শমন তাতে প্রতিবাদী ॥

ধন মান আর সুখের তরে ঘূরে ঘূরে নিরবধি ; এখন পড়েছি বিষম শঙ্কটে বাঁচ্‌ব যদি বাঁচান বিধি ॥

পথিক বলে মহারোগে মুক্ত হতে চাওরে যদি ; আছেন ভক্ত সাধক সুচিকিৎসক ত্বরায় যেয়ে লওরে বিধি ॥

অনুপান সুশীতল বারি, খুঁজে লও সেই ভক্তির নদী ; মন তিন বেলা তুই ঔষধ খাবি (আছেন) স্বয়ং ব্রহ্ম মহৌষধি ॥

সাধুসঙ্গপথ্য খেয়ে, পুষ্ট করে লবি হৃদি ; তুই ইষ্টদেবে তুষ্ট করিস আরাম পেলে যথাবিধি ॥

ঐ সুর।—একতাল। (৭)

তোর নাম কিরে কাচা সোণা।

তুই যে অষ্ট ধাতু রাং মিশানা॥

সোণা কিরে শক্ত এত, ভক্তিসোহাগায় গলেনা ; একবার বিশ্বাসের হাকরে পড়ে ব্রহ্মাগ্নিতে গলে যানা ॥

তামা কাঁসার মিছে আশা, সোণার রংত জ্বলে যায় না; আছে মৃত্যুশয্যা কষ্টি পাথর ঘষ্‌লে পরে যাবে জানা ॥

পথিক বলে শোন্‌রে এমন, জাতের বিচার আর করোনা; যত ধর্ম্মপথের যাত্রী তাঁদের নুপুর হয়ে লেগে রনা ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (৮)

আর আমি ডরাব কারে।

এমন কে আছে বল্‌ এ সংসারে ॥

পেয়েছি যে মহামন্ত্র, শাস্ত্র তন্ত্রে মিল্‌বে নারে; যত মুনি ঋষি কি সন্ন্যাসী তপস্যায় তা পাবে নারে ॥

বীজ মন্ত্র যপ করিয়ে, ফির্‌ব আমি এ সংসারে; আমার শত্রু মিত্র সমান হবে; বশ করিব যারে তারে ॥

পেয়েছি অক্ষয় কবচ, হৃদয় মাঝে রাখ্‌ব তারে; যখন যমের সঙ্গে যুদ্ধ হবে সাধ্য কি জিন্‌বে আমারে ॥

পথিক বলে সড় রিপু, যথা ইচ্ছা চলে যারে; আমি পুণ্যতীর্থে স্নান করেছি আর তোরা ছুঁইস্‌নে আমারে ॥

ঐ সুর —ঐ তাল। (৯)

জেগে থাক্‌ ওরে মন ব্যাপারি।

গেয়ে ব্রহ্মনামের সুখের সারি ॥

গিয়েছে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি, সয়ে কত ঢেউএর বাড়ি; চল্‌ সাহস করে বৈঠে মেরে রাত্‌ পোহালে কাটবে পারি ॥

বোঝাই নৌকা সোজা করে, হাল্‌ ধরিস্‌রে ভাল করি; যদি হালে ঢোলে লাভে মূলে সব খোয়াবি হেলা করি ॥

পথিক বলে দস্যু আছে ভবের চরে থানা করি; চল্ দয়াল নামের ডঙ্কা মেরে ভয় পেয়ে পালাবে অরী ॥

বাউলে সর। (১০)

প্রবাসে বসে আর থেক না,

নৌকা খোল দেশে চল শোন্‌রে মনা।

বহু দিনের পরে, আসিয়াছে ঘরে, দেশদেশান্তরের বন্ধু জনা; যদি কর অভিলাষ, সুখসহবাস, শীঘ্র কর যেয়ে দেখাশুনা ॥

গৃহেতে জননী, করুণারূপিণী, তোমার তরে মায়ের কত ভাবনা; অবোধ তুমি আছ যথা, মায়ের প্রাণটী তথা, ওরে মা বলে কি এক বার মনে হয় না (নিঠুর) ॥

শূন্যহস্ত হয়ে, ভাব্‌তেছ বসিয়ে, পথিক বলে আমার আছে জানা; আর কি হবে ভাবিয়ে, (মনরে) হৃদয় বাঁধ দিয়ে, প্রেমধনে ধনী হয়ে ল না ॥

মা তোমার ঈশ্বরী, কত কোটীশ্বরী, তোমার [illegible] মায়ের নাই বাসনা; ওরে স্নেহময়ী মার, তুমি ভি [illegible], ইচ্ছা নাইযে কিছু তাই জাননা (অবোধ) ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (১১)

অনর্থক অবোধ গোল করোনা।

কিসের ক্ষুধা কিসের তৃষ্ণা শোন্‌রে মনা,

ওরে হলে ক্ষুধাজ্ঞান, শোন্‌রে অজ্ঞান, জ্ঞানকুণ্ডে

কেন স্নান কর না ; হলি ক্ষুধায় অবশ, এ কিরে অলস, তবু কলটী কেন পেড়ে খানা। (অবোধ)

এই ভবের বাগান, বড় সুখের স্থান, পথিক বলে কেন ভেবে দাঁচ না ; তুলে ভক্তিপদ্মফুল, শোনরে বাতুল, প্রেমসুধা কেন পান কর না ॥

পিতার কত ধন, জানিস্ নারে মন, চক্ষু থাক্‌তে বুঝি হলি কানা ; কত সদাব্রত তাঁর, সদা মুক্ত দ্বার, তবু অনাহার ধিক্ মরে যা না ॥ (ওরে হাবা ছেলে !)

বাউলে সুর।—তাল খেমটা। (১২)

ভাল এক রঙ্গভূমি এ সংসার।
এতে যত দেখ্‌ছি যত চমৎকার ॥

আজ্ রাজা জমিদার, কাল্ ভিক্ষাপাত্র সার, এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ পরে হাহাকার ; আবার এই কান্না এই হাসি, তবু এত অহঙ্কার ॥

এযে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দুই দণ্ড পর, যত গীত বাদ্য রং তামাসা সুখের আড়ম্বর ; যখন সময় হবে সব ফুরাবে, তখন দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার ॥

পথিক কয় শোন্‌রে আমার মন, পেয়েছিস্ ভাল আয়োজন, ওরে সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন ; নৈলে পটক্ষেপণ হলে পরে, পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (১৩)

ওরে মন তুমি গৃহে ফিরে চলে যাও।
কেন আশার ছলে সকল ভুলে, ও মন গণ্ডগোলে কাল কাটাও ॥
শোন শোনরে অজ্ঞান, তোর কি নাইরে কাণ্ডজ্ঞান, দেশে দেশে ঘুরে কেন হচ্ছ অপমান; এ বা ধূর্ত্ত অতি অল্পমতি, ওরে দেখে কি না দেখ্‌তে পাও।
পথিক কর ধনের লালসে, ও মন আছরে বসে, ওরে দিনে দিনে দিন ফুরাল এসে বিদেশে; ঘরে পত্নী আছেন ভাল বাসা, ওরে তারে লয়ে মেগে খাও ॥
গুরু দিবেন তোরে ধন, ব্রহ্মজ্ঞান অমূল্য রতন, অবোধ হেলায় হারাবি যদি না করিস্ যতন; ও মন তুচ্ছ এ সব টাকাকড়ি, সেই সাধনের ধন যদি পাও ॥

রাগিণী মনোহর সাই।—তাল লোভা। (১৪)

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাচা সোণা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলেম আর পেলেম না ॥
বহু দিন ভাবতরঙ্গে ভেসেছি কতই রঙ্গে, সুজনের সঙ্গে হবে দেখাশুনা; তারে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না ॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে, মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না; আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তাঁর প্রাণ বাঁচে না ॥

পথিক কয় ভেব নারে, ডুবে যাও রূপসাগরে, বিরলে বসে কর যোগসাধনা; একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিওনা॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (১৫)

কে তুমি কার রমণী বসে আমার হৃদ্‌কমলে।
আমি যখন হেরি ঐ মাধুরি ভেসে যাই নয়নের জলে॥
কি সুন্দর মুখশশী, অধরে মধুর হাসি, শোভিছে কোটী চন্দ্র বক্ষস্থলে; ফুটেছে কুসুম কত, ভ্রমর যত লুটায় রাঙা চরণতলে॥

শ্রীঅঙ্গ কাচা সোণা, এমন রূপ আর দেখি না, প্রকাশে স্বর্গ স্থল অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে; দেখ্‌ছি তোমার পদস্পর্শ হলে মরুভূমে মুক্তা ফলে॥

বুঝেছি বল্‌তে হবে না, তুমি সেই প্রেমপ্রতিমা, বেঁধে রেখেছ আমায় হাতে গলে; আমি যথা যাব তথা পাব প্রাণ যুড়াব পথিক বলে॥

সুদশের সুর।—তাল ঠেসকাওয়ালি। (১৬)

বল মা আর কারে বলি।
নিরাশ্রয় নিরুপায় জেনে, মা আমার বিদেশে এনে কেন গো শিশু সন্তানে, পাষাণ হয়ে ভুলে রলি।
মাতৃহীন সন্তানের মত, আর আমায় কাঁদাবে কত, পেতেছি যাতনা যত, কেন তনয়ে নিদয়া হলি॥

পড়ে আছি অন্ধকারে, দেখিতে না পাই মা তোরে, পথিক বলে কি দোষে মা, মা হয়ে বিমাতা হলি ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (১৭)

কোথা হে কাঙালের হরি।

আর কারে জানাব নাথ যে আগুণে জ্বলে মরি ॥

এস হে কাঙ্গালের সখা, এক বার এসে দাও হে দেখা, আর কত কাল থাকব একা, তোমার আসার আশে জীবন ধরি ॥

ফিরিতেছি-ঘরে ঘরে, দেখিতে না পাই তোমারে, এক বার প্রভু দয়া করে, দেখা দাও হে হৃদয় ভরি ॥

অধম পাতকী আমি, তুমি ত্রিভুবনের স্বামী, পথিক বলে মনের সাধে, কাঁদি তোমার চরণ ধরি ॥

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা। (১৮)

কোথাগো ভারতমাতা, ঘুমায়ে রয়েছ এ কি, বিষাদ মলিন বাসে ও চন্দ্রবদন ঢাকি।

অচেতন মৃত প্রায়, কেন মা দেখি তোমায়, উঠ মাগো ঐ শোন কাননে ডাকিছে পাখী ॥

মা হয়ে সন্তানের ব্যথা, বোঝ না মা এ কি কথা, ভুলিলে স্নেহ মমতা, কিম্বা কি দিতেছ ফাঁকি; মাতৃহীন সন্তানের মত, পেতেছি যাতনা যত, অনাদরে জীবন্মৃত বল মা আর কারে ডাকি ॥

বিপুল ভাণ্ডার তব, অনন্ত রত্ন বিভব, তবু মা সন্তান সব অনাহারে পড়ে থাকি ; তুমি মা করুণাময়ী, বাঁচিয়ে করুণা বই, চেয়ে দেখ দয়াময়ি এ দুঃখ আর কোথা রাখি ॥

আয়রে ভাই ভগ্নী মিলি, পথিক বলে সকল ভুলি, একটী বার মায়েরে তুলি, মা যখন মেলিবেন আঁখি ; ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে, তাপিত অঙ্গ শীতল হবে, আশ্বাসে অন্তর যুড়াবে, মায়ের ঐ শ্রীমুখ নিরখি ॥

ঐ সুর।—ঐ তাল। (১৭)

কি শুধালি কে ডাকিলি অভাগীরে মা মা বলে, আপনা বলিতে কেউ আছে কিরে ভুমণ্ডলে।

বিধাতা বিমুখ মোরে, রেখেছে দুঃখিনী করে, বড় অনাথিনী আমি কে ডাকিবে মা বোল বলে ॥

আছিল বহু বৈভব, তস্করে হরেছে সব, অসহায় পড়ে আছি দস্যুদের পদতলে ; আছিল আপন যারা, পুত্র হয়ে শত্রু তারা, হয়েছি পাগলের পারা, ভাস্‌তেছি নয়নের জলে ॥

ফলবতী বসুমতী, পুণ্যবতী ভাগিরথী, অশুচি হয়েছি অতি, যবনের স্পর্শফলে ; অনাহারে মৃত প্রায়, পিপাসায় প্রাণ যায়, জলবিন্দু বিনে আমি পড়ে আছি অন্তর্জলে ॥

দূরে যারে দুরাচার, মা বলে ডাকিস্‌নে আর, তোরা যত কুলাঙ্গার, অভাগীর অদৃষ্ট ফলে ; পথিক বলে আর্য্য বংশ, একেবারে হল ধ্বংস, দেবঅংশে জন্মি মোরা রাখি প্রাণ ধরাতলে ॥

রাগিণী রামকেলি।—তাল আড়াঠেকা। (২০)

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি।

স্বভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী, শত কোটী চন্দ্র জিনি প্রভাময় মুখ খানি॥

নাহি কোন অলঙ্কার, মণি মুক্তা চন্দ্র হার, লাবণ্য তনু অপার, বন ফুলে সুশোভিনী॥

বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বসে, নয়নজলে যাও ভেসে কোন্ দুঃখে বিনোদিনি॥

ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশি, তুরা লহ মালা আসি, আমি থাকি ভাল বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনি॥

পথিক বলে যাতুভাষা, হায় তোমার এ দুর্দশা, কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীযুগলকিশোর রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।